182. Pc. 895. 2.

কায়স্থজাতিবিজ্ঞান।

প্রথম খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার কার্য্যনির্ব্বাহক
সমিতির অনুমত্যনুসারে
প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮৩০
৩২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌,
কলিকাতা।

২৮।১ নং বিডন রো, কলিকাতা,
"শাস্ত্রপ্রচার" প্রেসে,
শ্রীকুলচন্দ্র দে কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

182. Pc. 895. 22.

নিবেদন।

—:*:—

শাস্ত্রের অনুশাসন জানিয়া এবং মানিয়া চলাই বর্ণাশ্রম-সমাজের চিরন্তন রীতি এবং শান্তি সুখ সম্পদের একমাত্র উপায়;—ইহার বিপর্য্যয়ে যত কিছু অনর্থ, মনস্বী মাত্রেই ইহা স্বীকার করেন। এই বিপর্য্যয়ের দিক্টারই পরিমাণ বর্ত্তমানে অধিক, তাই অনর্থের পরিমাণও এত বাড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা আর বাড়িতে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে, এই বিষয়ে ব্রাহ্মণ-সভার দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা আনন্দের কথা।

এক সম্প্রদায় আছেন তাঁহারা শাস্ত্রের অনুশাসন জানেনও না, মানেনও না; কিন্তু শাস্ত্রানুরাগীদিগকে স্ব-সম্প্রদায় ভুক্ত করিবার জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন, ইঁহারাই যত কিছু অনর্থের মূল। শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা প্রক্ষেপ উৎক্ষেপ এবং যাহা কিছু অন্যায়, ইঁহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কায়স্থের উপনয়ন শশশৃঙ্গের ন্যায় এদেশে প্রতীতির অবিষয় ছিল। ইহাতে না আছে শাস্ত্র, না আছে কিংবদন্তী, না আছে প্রত্যক্ষ ঘটনা ও না আছে অনুমান করিবার হেতু; তথাপি এক সম্প্রদায় ইহার জন্য অঘটন ঘটাইতে সাহস করিতেছেন।

ইঁহাদের কৃতিত্বের আরম্ভ আন্দুলের ৺রাজা রাজনারায়ণের বাটীতে। সে ন্যূনাধিক ৪০ বৎসরের কথা। জনাইয়ের ৺অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার কতকগুলি বচন গড়িয়া এক হাজার টাকায় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় করিয়া তুলেন,—কিন্তু তখন সমাজের বাঁধুনী ছিল, সমাজে মানুষ ছিল। তিনি একঘরে হইয়া ধোপা নাপিত না পাইয়া দেশত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে বাস করিতে বাধ্য হন। রাজা, স্বপুত্র প্রভৃতি যাঁহাদিগকে পৈতা লওয়াইয়াছিলেন তাঁহারা পৈতা ফেলেন। তখন সে ঢেউ থামিল বটে, কিন্তু ল্যাঠা চুকিল না; তখন হইতে ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে বচন গড়া আরম্ভ হইল,—কায়স্থপুরাণ প্রভৃতি তাহারই ফল।

এমন যে প্রাতঃস্মরণীয় রাজার শব্দকল্পদ্রুম, তাহাও পরে অন্যের হাতে পড়িয়া কত অনর্থক বচনের ভার মাথায় লইল।

তাহার পর ৺রমানাথ ঘোষের বাড়ীতে ঐ ক্ষত্রিয় করিবার দ্বিতীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগটা একটু বড় রকমেরই হইয়াছিল, সেও ৫।৬ বৎসরের কথা। তখন সমাজের বাঁধুনী খসিয়াছে, সমাজপতিরাও প্রায় অবসন্ন। ঐ সংগ্রামে অনেক মহারথের সমাবেশ হইয়াছিল, সে সমাবেশের কথা এখন অনেকেই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তথাপি দুই একটা কথা বলিতে হইতেছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, "ঐ সভায় ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রশ্ন করা হয় নাই এবং তাহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব আমরা স্বীকারও করি নাই।" "চিত্রগুপ্ত-বংশীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় সন্তানত্ব সম্বন্ধে প্রস্তাব ও ব্যবস্থা-প্রার্থনা হয় নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণের সহিত আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না, অনেকগুলি অধ্যাপক একান্ত অনুরোধ করায় আমি বলিয়াছিলাম, ক্ষত্রিয়-সন্তান বলিয়া লিখিলেও ইদানীং শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এই কথা লিখিব, কিন্তু ৺চন্দ্র চূড়ামণি হাতে ধরায় তাহা ঘটে নাই।" ঐ পত্রেই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "ঐ ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার পর ৺চন্দ্র চূড়ামণি তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে আসিলে তিনি বলেন "আমি নিজের মতানুসারে ব্যবস্থা স্বাক্ষর করিতে পারি নাই, অর্থগ্রহণ করিয়া অসদ্ব্যবস্থার অধিক দোষ এজন্য অর্থ গ্রহণ করিব না। সেই হইতে এ সম্বন্ধে কোন সভা সমিতিতে আমি যাই না, আমাকে পত্র লিখিলে আমার মনোগত ব্যবস্থা লিখিয়া প্রেরণ করিয়া থাকি। উপনয়নের ব্যবস্থার জন্য আমাকে ১০০০ সহস্র মুদ্রা দিতে স্বীকার করিয়াছিল, তাহাও উপেক্ষা করিয়াছি। আমাকে উপনয়নের ব্যবস্থাপক বলিয়া ঘোষণা করায় দৈনিক হিতবাদীতে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি।'

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন "কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূল ব্যবস্থা দিবার কয়েক দিন পরেই যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া চিত্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছিল, ঐ প্রমাণ চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ হয় না এইরূপ বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ আমি ঐ কথা কর্তৃপক্ষকে জানাই এবং ঐ পাঁতি ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করি। ঐ ব্যবস্থা

অশাস্ত্রীয় বোধ হওয়াতে চিত্রগুপ্ত-সন্তানদিগের ক্ষত্রিয়-সন্তানত্ব বিষয়ে যে লিখা হইয়াছিল, তাহাও সন্দেহের বিষয় হইয়াছে।" * ঐ মহারথাদিগের অন্যতম মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন "পণ্ডিতগণের নিকট যেরূপ প্রশ্ন হয় তদনুসারে তাঁহারা উত্তর দিয়া থাকেন। যদি কোনও ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, যে সকল কায়স্থ ক্ষত্রিয়-চিত্রগুপ্তের সন্তান ও পুরুষপারম্পর্য্যে ক্ষত্রিয়াচার-সম্পন্ন, কোন কারণে উপনয়ন সংস্কার চ্যুত হইয়া অনেক পুরুষ হইতে ব্রাত্য হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন সংস্কারে অধিকার লাভ করিতে পারেন কিনা? এই প্রশ্নের, যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতে পারিবেন, এইরূপ উত্তর দিতে অবশ্য বাধা হইব, ইহাতে পণ্ডিতের কোনও দোষ হইতে পারে না" † এবং তিনি স্বগ্রন্থে নিজমত লিখিয়াছেন "আমার বিশ্বাস বঙ্গভূমির কায়স্থগণ এই কায়স্থ (শূদ্র), ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বিপ্র-প্রিয়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট ছিল, ইহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় না হইলেও গুণ দ্বারা ক্ষত্রিয়-সদৃশ এবং শূদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" কায়স্থের জাতিতত্ত্ব নির্ণয় ৮পৃষ্ঠা। ইহা ভিন্ন ঐ পুস্তকের বহুস্থলে তিনি কায়স্থকে শূদ্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। (ঐ পুস্তক ৬৭ পৃষ্ঠা)। অপর স্থলেও (ঐ পুস্তক ১১ পৃষ্ঠা) স্পষ্ট বলিয়াছেন "যাহাদের পুরুষ-পারম্পর্য্যে একমাস অশৌচ ব্যবহৃত আছে ও উপবীতের নামগন্ধও নাই এবং যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ বিপ্র-দাস বলিয়া নিজ পরিচয় দেন, তাহাদের শূদ্রকায়স্থের মধ্যে সন্নিবেশ করা যাইতে পারে।" আবার ঐ পুস্তকের সমালোচনাদ্বয়ের উত্তরে প্রথম পৃষ্ঠা হইতে প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই কায়স্থ শূদ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি মহাশয়েরা কায়স্থকে শূদ্রজাত্যন্তর্গত বলেন, ইহা বারাণসী ব্রাহ্মণসভা হইতে প্রেরিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্ম মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত পত্রে বিবৃত আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সার্ব্বভৌম, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় প্রভৃতির অভিপ্রায় যথাস্থানে নিবদ্ধ আছে দেখিতে পাইবেন।

---

* উক্ত মহাত্মার—স্বাক্ষরিত পত্র।

† উক্ত মহাত্মার স্বহস্ত লিখিত পত্র।

এই সময়েই পশ্চিম বঙ্গের সমাজনায়ক শ্রীশ্রী৺নবদ্বীপাধিপ ত্রিসত্য করিয়া বলেন—কায়স্থ শূদ্র, শূদ্র, শূদ্র।

সুবুদ্ধি পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এ উদ্যোগও এই রূপেই ব্যর্থ হইল, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ ঘটিল না; কিন্তু তাদৃশ উদ্যোগিবর্গ ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া অধিক অধিকার লাভে মনোনয়ন করিলেন। উপনয়নের ব্যবস্থা লই-বার চেষ্টা হইতে লাগিল। ইহাকে তৃতীয় উদ্যোগ বলা যাইতে পারে। ইহার পূর্ব্বে বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু স্পষ্ট লেখেন "কেহ যেন মনে না করেন আমি কায়স্থের উপনয়নের পক্ষপাতী।" আবার "যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে যাওয়া বাতুলতা।" ও বলেন। * তিনিই আবার উপনয়নের পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়ান। এইরূপে অনেকেরই মত পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা পূর্ব্ববারে ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, এবার আর কেহই উপনয়নের ব্যবস্থা দিলেন না। সকলেই জানেন নবদ্বীপ-সমাজ ভাটপাড়া-সমাজ বিক্রমপুর-সমাজ প্রভৃতির সিদ্ধান্তেরই সমাজ অনুবর্ত্তন করেন, তত্তৎ সমাজ কায়স্থের উপনয়নের ব্যবস্থা দিলেন না। এ কথায় প্রথম শ্রেণীর একজন পণ্ডিতও উপনয়নের ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিলেন না, তথাপি চেষ্টাটা পূরা দমেই চলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়াই স্বধর্ম্ম লোপ ভয়ে কায়স্থ-কুলতিলক শ্রীযুক্ত বিহারী লাল মিত্র কায়স্থের উপ-নয়ন যে শাস্ত্রসম্মত নহে, কায়স্থের যে আচার চিরদিন চলিয়া আসিতেছে তাহাই বিধিসঙ্গত এই ব্যবস্থা লইলেন। এই ব্যবস্থায় বঙ্গের বহু পণ্ডিত স্বাক্ষর করিলেন। আদিম কায়স্থ-সভায় প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত আছে অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিতে পাবেন। ঐ পুস্তক উক্ত মহানু-ভবের নিকট এবং সভাবাজার রাজবাটীতে পাওয়া যায় অবগত আছি। উক্ত মহানুভবই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও স্মার্ত্ত-প্রধান শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব খণ্ডন এবং উপনয়ন কোনও মতেই শাস্ত্রসম্মত নহে প্রমাণ করিয়া পুস্তক লেখাইলেন।

এদিকে পণ্ডিতদিগকে কোনরূপে উপনয়নের অনুকূলে না আনিতে পারায় উৎকোচের দ্বারা বাধ্য করিতে চেষ্টা হইতে লাগিল, ইহাতেও কিন্তু প্রথম

---

* কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়।৶৹ পৃষ্ঠা ফুট নোট।

শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের স্বাক্ষর কোন মতেই সংগৃহীত হইল না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ যাহা ব্যবস্থা দিলেন, তাহাতে পৃথিবীতে বর্ত্তমান কোন কায়স্থের কোনও অনুকূলতা হইল না, ইহা তাঁহাদিগের পত্রাদি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। অগ্রদ্বীপের শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গজ কায়স্থ টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, পটোলডাঙ্গার শ্রীনাথ বেদান্তবাগীশ প্রভৃতির নাম কায়স্থের উপনয়নের অনুকূল পাঁতিতে দেখা গেল; কিন্তু ইহাঁরা পূর্ব্বকথিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্র মহোদয়ের কায়স্থসভা-সংগৃহীত উপনয়নের প্রতিকূল পাঁতিতে স্বাক্ষর করিয়া চুকিয়াছেন, সুতরাং এ পাঁতিতে কোন কাজই হইল না, বরং দু দিকে স্বাক্ষর করা পণ্ডিত বলিয়া ইহাদিগকে এবং ইহাদের পাঁতিকে লোকে অশ্রদ্ধাই করিতে লাগিল এবং প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতের এই পাঁতিতে স্বাক্ষরাভাব ঐ অশ্রদ্ধা বাড়াইয়া দিল। এদিকে উৎকোচ-দানপ্রথা প্রবলবেগে প্রচলিত হইতে লাগিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সংবাদ পত্রে প্রচার করিলেন "সহস্রমুদ্রা-দানপ্রলোভনেও প্রলোভিত হই নাই" (দৈনিক হিতবাদী ১৩১৩ সন ১২ আষাঢ)। ঐ উপনয়নের পাঁতিতে তাঁহার স্বাক্ষর জন্য সত্যই বহুচেষ্টা হইয়া ছিল।

এই সময় সুপ্রাচীন সৎক্রিয়ান্বিত সুপ্রসিদ্ধ দিনাজপুর রাজবংশের সুযোগ্য বংশধর বহুগুণমণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধ, তাদৃশ সম্প্রদায় এ সুযোগ ত্যাগ করিলেন না, তাদৃশ গুণসম্পন্ন মহারাজেরও মন বিগড়াইয়া দিয়া পাঁতি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমেই রাজসভাপণ্ডিত রাজপুরোহিত রাজবংশ হিত-পরায়ণ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি গর্হিত বিধায় একার্য্যে অধ্যক্ষতা করিলেন না। সভায় 'কায়স্থ ক্ষত্রিয় কি না" এ বিষয়ের বিচার হইবে, প্রচার হইলে, স্মার্ত্তপ্রধান তর্ককেশরী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন এবং শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ বিচারার্থী হওয়াতে বিচারের অবতারণা হইল না, পক্ষান্তরে উপনয়নের ব্যবস্থায় স্বাক্ষর চলিতে লাগিল। যাঁহারা স্বাক্ষর করিলেন, অপণ্ডিত হইয়াও শাল এবং অর্থ পাইলেন; স্বাক্ষর না করাতে পণ্ডিত হইয়াও তাহা অনেকে পাইলেন না। তেজস্বী পণ্ডিতরাজ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় তাদৃশ সর্ত্তে বাধ্য না হওয়ায় তখন শাল পাইলেন না। নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ-বংশীয় জমিদারদিগের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামনদাস বিদ্যাসাগর এই স্থলেই বলিলেন 'শাল ত নয় সাল হইল, পাংশার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর তর্করত্ন তাদৃশ ভাবে শাল লইয়া বাড়ী আসিলে তাঁহার পুত্র তৎপরিচয় পাইয়া বলেন 'বাবা! এই শাল এখনই বিক্রয় করুন, ইহা দেখিলে পাপের কথা স্মরণ করিয়া টিট্‌কারি দিবে' বড়রেলুনের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যাভূষণের উক্তি "শ্রাদ্ধের বিদায়ান্তে মহারাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তাঁহার বৈঠকখানার দ্বিতল গৃহে মহারাজা বাহাদুরের সম্মুখে কয়েকজন কলিকাতা ও মফস্বলের খ্যাতনামা অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। মহারাজার আদেশে আমাকে কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত এই ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করা হয়, স্বাক্ষর করিলে উপযুক্ত পুরস্কারেরও লোভ দেখান হয়। আমার সাক্ষাতেও যাহারা স্বাক্ষর করিলেন, তাঁহাদিগকে এক এক জোড়া মূল্যবান্ শাল দিলেন। আমি গরীব, কিন্তু ধন অপেক্ষা ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জানি, ধনলোভে কোনক্রমে ধর্ম্মবিক্রয় করিতে সম্মত হইলাম না, তেজস্বিতার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলাম।' * মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-নাথ তর্কবাগীশ মহাশয়কে অতিরিক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করায়, তিনি তাহা তেজস্বিতার সহিত যেরূপে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা সভাস্থিত সকলেই অবগত আছেন। কোড়কদির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষরূপে প্রলোভিত হইয়াও ঐ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন না। যাহা হউক, এইরূপ সকল উপায়ই ব্যর্থ হইতে লাগিল, পণ্ডিতের স্বাক্ষর মিলিলই না। তখন আর এক উপায় অবলম্বিত হইল, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমুক স্থানে অমুক অমুকের পৈতা দিয়াছেন, অমুক অমুক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পৈতা লইবেন, অমুকদিন অমুক পৈতা লইয়াছেন। সমাজে যাঁহাদের প্রতিষ্ঠা আছে, সমাজের সঙ্গে যাঁহাদের মাখামাখী সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা কখনই এরূপ কার্য্য করিতে পারেন না, ইহা ক্রমে লোকে বুঝিতে লাগিল।

যেমনই শাস্ত্রানুশাসন মিলিল না বলিয়া উহাকে ছাটিয়া কাজ হইতে লাগিল

* উক্ত মহাত্মার স্বহস্ত লিখিত পত্র।

তেমনই এই যথেচ্ছাচার নিবারণ জন্য সামাজিকেরা সমাজশাসনে বদ্ধপরিকর হইলেন ; তন্মধ্যে স্বধর্ম্ম লোপ ভয়ে কায়স্থকুলতিলক হাটখোলার দত্তবংশের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্যামলধন দত্ত ৺ রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি তাদৃশ পাপকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে দানাদি বন্ধ করিলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণরাঢ়ীয়কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি সোভাবাজার রাজবংশ কুলোজ্জ্বল কুমার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব প্রভৃতি 'উপনয়ন লইবেনই না" এইরূপ স্বস্ব মত প্রকাশ করিয়া কায়স্থ-সম্প্রদায়কে অধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করার সহায় হইলেন। প্রকৃত কায়স্থসমাজ যে ইহা চাহে না, তাহা আদিম কায়স্থসভার প্রকাশিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশ ধর্ম্মের দেশ, অধর্ম্মকর কোন কার্য্যই এদেশে কখনও সম্পন্ন হয় নাই এবং হইবেও না ; যে কার্য্যে স্বধর্ম্ম এবং পরধর্ম্ম লোপ হয়, সকলেই সে কাজে বাধা দিবেন, সুতরাং ধর্ম্মপরায়ণের চিন্তার কোন ও কারণ নাই, এই জন্যই এবারেরও উদ্যোগ ব্যর্থ হইল, কিন্তু ইহার সূত্র থাকাও ভাল নহে, ইহাকে সমূলে নিখাত না করিলে আবার কালে এ বিষ-বৃক্ষ পল্লবিত হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে। তাই সুধী সমাজের মত আমরা রাখিয়া যাইতে চাই, বর্ত্তমানে সমাজে যাঁহারা প্রধান পণ্ডিতরূপে সর্ব্ববাদিস্বীকৃত তাঁহাদের সকলেরই মত সমাজের চক্ষুর সম্মুখে রাখা আমাদের অভিপ্রায়। তাদৃশ পণ্ডিত না হইলেও যাঁহাদের মত যে সমাজে পূজিত, তাঁহাদের মত গ্রহণ ও প্রয়োজন, এইজন্য বসু ঘোষ গুহ মিত্র প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ উপনয়ন-সংস্কারার্হ কিনা? তাহারা উপনীত হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ কিনা? উক্ত কায়স্থগণের উপনয়নে বৃত ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্তার্হ কিনা? এই তিনটী প্রশ্নের উত্তরে উপনয়নার্হ নহে, উপনীত হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ এবং তাহাদিগের আচার্য্যাদি কর্ম্মকর্ত্তারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া ভারতের প্রধান পণ্ডিতমাত্রেই যে পাঁতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, সেই পাঁতি অবিকল প্রকাশিত হইল। যে পাঁতিতে যেরূপ ভাবে তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ ভাবেই তাহা বিন্যস্ত হইল। প্রয়োজনানুরোধে কয়েকখানি নিতান্ত প্রয়োজনীয় পত্রও পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। পুস্তকের আকার অত্যন্ত বৃহৎ হয় বলিয়া সকল পত্র প্রকাশিত হইল না। আশা করি পত্রলেখকগণ তাঁহাদের পত্রের অপ্রকাশজন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই কার্য্যে আমাদের এত মাথা ব্যথা কেন? এ জিজ্ঞাসায় আমরা বিস্মিত হই নাই, ইহা এখনকার শিক্ষার ফল। একজন অন্যায় করিলে তাহাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে না অন্যায় কর কেন? যে অন্যায় নিবারণ প্রয়াসী জিজ্ঞাসা তাহাকে!!! তথাপি আমাদের কৈফিয়ৎ আমরা সমাজাশ্রিত ব্রাহ্মণ—সমাজ-শরীর বিকৃত হইতে বসিলে তাহার চিকিৎসা করার চেষ্টা আমাদের কর্ত্তব্য। কায়স্থের ধর্ম্মভ্রংশে সাক্ষাৎ পরম্পরা ভাবে কায়স্থসমাজে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ হিন্দুসমাজ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে, কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইবে—কুলনারী ভ্রষ্টাচারিণী হইবে—ক্রমে ক্রমে নরকের পথ পরিষ্কৃত হইবে। আমরা এ সকল কার্য্য কারণ ভাব বিশ্বাস করি, সুতরাং ইহাতে আমাদের লাভ লোকসানের সম্বন্ধ; ব্যাধি অসাধ্য হইয়া থাকে সারিবে না, অসাধ্য ব্যাধি বলিয়া কেহত রোগ উপেক্ষা করে না।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ ভীষণ, কিঞ্চিৎ চিন্তাশীলতা যাহাদের আছে, তাঁহারাই তাহা বুঝিয়া মুহ্যমান হইতেছেন। যাঁহারা এই অবস্থার উৎকর্ষের দিকে পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় উদাসীন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী বলা যাইতে পারে। কেন ২য় পত্রে তাহার উত্তর আছে।

গরাণহাটার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ পাণ্ডিত্যাংশে অনেকের নিম্নে, খ্যাতি প্রতিপত্তিও বিদেশে তাদৃশ নাই। কলিকাল স্বভাবে তিনি এই একটা হুজুক অবলম্বন করিয়া বড় পণ্ডিত এবং প্রতিপত্তিশালী হইতে চাহেন, কিন্তু কোন্ ধর্ম্মবুদ্ধি ব্যক্তি ইহার সমর্থন করিবে? তাঁহার কাজে কথায় সামঞ্জস্য নাই। বড়বাজারের গাঙ্গুলিদের বাড়ীর সভায় তর্ককেশরী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্নের কথার উত্তরে তিনি বলেন, আমি কায়স্থের উপনয়ন দিই নাই—তাদৃশ সংস্পর্শ স্থলে জলগ্রহণ করি না। তিনিই আবার কায়স্থোপনয়ন যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বররূপে অভিহিত হন। কায়স্থপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামলধন দত্ত সত্যসত্যই ইহাঁকে কায়স্থ-ধূমকেতু বুঝিয়া ইহাঁর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। খ্যাতনামা ৺রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতিও করিয়াছিলেন। এই কার্য্য করিয়া ৺অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার ৺কাশীবাসে বাধ্য হইয়াছিলেন; এখন কি সমাজ এমনই মৃত? আমরা তাঁহাকে সামাজিক সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়াছি, এ দেশের অনেকেই এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন। সামাজিকমাত্রেরই সমাজ রক্ষার জন্য এ দিকে লক্ষ্য করা উচিত।

এই উপনয়নের দল একেবারেই শাস্ত্রের মীমাংসার দিকে যাইতে চাহে না। প্রথম কুমার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একখানী পত্র ছাপাইয়া সম্ভ্রান্ত কায়স্থদিগের মধ্যে বিতরণ করেন (পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) সুধী পাঠক দেখিবেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ মিলিয়া একটী শাস্ত্রের বিচার হয় এইরূপ অভিপ্রায় থাকে তাহাতে কেহই অগ্রসর হইলেন না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে দিনাজপুরের রাজবাটীতে বিচারের কথা উঠিল যেমন বিচারার্থী অগ্রসর ইহারা পিছাইলেন। বহুবাজারের প্রসিদ্ধ গোবিন্দ চন্দ্র দে মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত অটল চন্দ্র বসু মহাশয়ের মাতৃ শ্রাদ্ধে কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা এই বিচারের প্রার্থনা হইল বিচারের কথা উঠিলেই ট্রেণের সময় হইয়াছে বলিয়া মহাত্মারা পৃষ্ঠ প্রদান করিলেন। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে ও ঐ বিচারের কথা উঠিল। চণ্ডীচরণ যে পাতিতে নিজে স্বাক্ষর করিয়াছেন সেই পাতির সমর্থনের জন্য সার্ব্বভৌমকে দেখাইয়া দিলেন। সম্প্রতি বাগের হাটের কায়স্থ সম্মিলনে ঐরূপ ঠিক হয় যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা বিচার হইবে। উভয় দলের পণ্ডিত উপস্থিত শেষে একেবারে নির্ব্বাক্। পরন্তু আমাদের দৃঢ় ধারণা আকাশ-কুসুম যেমন অলীক, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব তেমনই অলীক। ইহাতে কোন প্রমাণ নাই জানিয়াই ইহারা প্রত্যেক স্থানে পিছাইয়া পড়িলেন। মৌখিক বিচারেও যেমন লিখিত বিচারেও তেমন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক বড় গ্রন্থ বা ব্যবস্থাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ তর্ককেশরী স্মার্ত্ত-শিরোমণি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমন্ত কুমার বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি তত্তাবতের খণ্ডন করিয়া কায়স্থের শূদ্র ধর্ম্মত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপকগণ ইহার প্রতিবাদে সমর্থ হন নাই। তর্কবাগীশ মহাশয়ের কায়স্থ জাতিতত্ব নির্ণয়ের শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন উক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের পরামর্শ মত শ্রীযুক্ত প্যালারাম চক্রবর্ত্তী তাহা খণ্ড বিখণ্ড করেন। সেই অবধি সব চুপ। ইহারা গায়ের জোড়ে ও পয়সার জোড়ে সমাজে অঘটন ঘটাইতে চাহেন। কিন্তু সমাজ এখন ও এত অধঃপাতে যায় নাই যে কায়স্থের ঐ যথেচ্ছাচার অনায়াসে চলিয়া যাইবে। ধনে মানে বিদ্যায় সকল বিষয়েই

ব্রাহ্মণ এখন ও সমাজের শীর্ষস্থানীয়। কি স্পর্দ্ধার কথা! এই ব্রাহ্মণকে ইহারা পড়াইবেন এবং খাওয়াইবেন।

এ সব কথা দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য।

উপনয়ন নিবৃত্তির চেষ্টাকে তাদৃশ দলের কেহ কেহ বৈদ্য প্রযোজিত বলিয়া উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই কিন্তু তত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি দেখিবেন কায়স্থই ইহার আদি প্রযোজক। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি শ্রীযুক্ত বিহারী লাল মিত্রই প্রথম উপনয়নের প্রতিকূলে পুস্তক প্রকাশিত করেন, ৺ রাজকৃষ্ণ মিত্র, শ্যামলধন দত্তই প্রথম উপনয়নের পাতি দেওয়া ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করেন এবং আমাদিগকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করেন। যুক্তি দেখিবেন ব্রাহ্মণেতর অনেক জাতির পৈতা এ সমাজে আছে সুতরাং পৈতাই সমাজে সম্মানের উচ্চমান দণ্ড নহে। সামাজিক সম্মানে যখন বাধা পড়িবে তখন বৈদ্যেরা এসম্বন্ধে চেষ্টা করিতে পারেন। অনেকেরই স্মরণ আছে কায়স্থ গোষ্ঠীপতি মহারাজ নরেন্দ্র কৃষ্ণ, রাজা বিনয় কৃষ্ণ প্রভৃতি অকুণ্ঠিত ভাবে বৈদ্যকে কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইংরেজ রাজাও বৈদ্যকে উচ্চাসনে স্থান দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নবশাক সমাজে নির্ব্বিবাদে পর পর সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, মাল্য চন্দনাদিতে এই নিয়ম চিরদিনই প্রতিপালিত হইতেছে. সুতরাং তাঁহাদের এখনও বিবাদ করিবার সময় আসে নাই, আর আমরাই বা তাহাদের কথায় মাতিব কেন? গুজব—সমাজ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব নিবৃত্তি করিতে না পারিলে সমাজের শক্তিহীনতা জানিয়া বৈদ্যরাও ব্রাহ্মণবৎ দশ দিন অশৌচ গ্রহণে চেষ্টান্বিত হইবে। আজ কায়স্থের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণে যেমন প্রয়াস পাইতেছি বৈদ্যের ও তাদৃশ উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণে তখন তেমনই প্রয়াস পাইব।

জাতি ধর্ম্ম লোপ হইলে কায়স্থের নির্ব্বংশ হইতে হইবে, পৈতা লওয়া কায়স্থের দল এখন আমাদিগকে শত্রু ভাবিতেছেন কিন্তু একদিন তাঁহাদিগের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিবেই তখন তাঁহারা আমাদিগকেই পরম মিত্র এবং পৈতা লওয়ার সাহায্যকারিদিগকে পরম শত্রু মনে করিবেন এ ধারণা আমাদের দৃঢ় আছে, মুখে অমৃত, ভিতরে বিষ আমরা ভালবাসি না। পৈতা ওয়ালা দল যে

কয়েক জনকে মিত্র মনে করেন আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি শ্রীযুক্ত শিশির চন্দ্র ঘোষের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে তাঁহারা একজনও সভায় গেলেন না কেন? এমন যে চণ্ডী তিনিই বা যথাকালে ভাগিলেন কেন? বামাপদ পালের বাড়ীর শ্রাদ্ধে অমন পরিণাম হইল কেন? অদ্যাপি তাঁহারা উপনয়ন দিলেন না কেন? উপনয়নের দিনে ত্রিসীমানায় গেলেন না কেন? নিজে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী জানাইয়া পৈতা লওয়া কায়স্থের পৌরোহিত্য প্রত্যাখান করেন কেন? মুখে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ক্ষত্রিয়োচিত কোন ব্যবহার তাহাদের সহিত করেন না কেন? আমরা এরূপ ব্যবহার ভাল বোধ করি না। আমরা আমাদের গুণ দোষের বিচার ভগবানের নিকট দিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি চিত্রগুপ্তের খাতা দেখিয়াই বিচার হইবে এ দৃঢ় ধারণা আমাদের আছে এবং সে জন্য আমরা প্রস্তুত। এই পুস্তক তিন খণ্ডে বিভক্ত। এই প্রথম খণ্ডে সমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতবর্গের কায়স্থোপনয়ন সম্বন্ধে মত নিবদ্ধ হইল, শাস্ত্র বিষয়ক কোনও সংশয় হইলে যাঁহারা বলিলে অবনত মস্তকে সমস্ত সমাজ তাহা স্বীকার করিয়া লয় তাঁহাদের একজনেরও নাম বোধ হয় ইহাতে বাদ পড়ে নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নে লাভ লোকসানের খতিয়ান, এবং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার চিত্র প্রকাশিত হইবে। সকলেই বড় হইতে চাহিতেছে, শূদ্র আর কেহই হইতে চাহে না। গোপ ক্ষত্রিয়, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, তার সঙ্গে কায়স্থ ক্ষত্রিয়, লজ্জার কথা। সকলেই বড় হইলে সবই সমান হইল, তুমি তোমার বড়কে সম্মান করিবে না, তোমাকে নীচ—যে চিরদিন সম্মান করিয়া আসিয়াছে সেও তোমার আসনের দাবীতে তোমাকে সম্মান করিবে না এখনি তাহার সূত্র দেখা গিয়াছে। চাণ্ডাল জাতি কায়স্থের জল খাইতে চাহে না। তিলি প্রভৃতি কায়স্থকে অগ্রে নিমন্ত্রণে আহ্বান করিলে আপত্তি করে। উহাদের প্রাধান্য স্বীকার করে না। এ সমাজ বিদ্রোহ বিষম ক্ষতি জনক, এই সকল দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচ্য।

তৃতীয় খণ্ডে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের নিখিল অনুকূল প্রতিকূল মত প্রদর্শন পূর্ব্বক শাস্ত্র প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে ক্ষত্রিয়ত্ব খণ্ডন।

আমরা সর্ব্বজ্ঞও নহি, জিতেন্দ্রিয়ও নহি, অতিসাবধানতা অবলম্বন লেখকৃত দোষস্পর্শের বহু সম্ভাবনা আছে তজ্জন্য সুধী সমাজে ক্ষমাপ্রার্থী।

তাদৃশ দোষ প্রদর্শিত হইলে তাহা স্বীকার করিয়া দোষদর্শীর নিকট কৃতজ্ঞ হইব।

শ্রীশ্রীহরিঃ

পরমপূজনীয়াশেষশাস্ত্রাধ্যাপক—

শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ—

সমীপে নিবেদনম্ ।—

প্রঃ—

বসু ঘোষ মিত্র গুহ প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ উপনয়ন সংস্কারার্হ কি না? তাহারা উপনীত হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ কি না? উক্ত কায়স্থগণের উপনয়নে ব্রতী ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্তার্হ কি না?

এই প্রশ্নের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা প্রদানে আজ্ঞা হয়।

ক

অস্যোত্তরম্

বসুঘোষাদ্যুপাধিধারিণাং কাযস্থানাং শাস্ত্রতঃ সর্ব্বথোপনয়নানধিকার ইতি ॥

তেষামুপনয়নসংস্কারবিধিনানুষ্ঠিতস্যোপবীতধারণস্য শাস্ত্রতোনিষিদ্ধতয়া প্রাযশ্চিত্তার্হত্বমিতি ॥

তাদৃশোপনয়ন-ব্রত-ব্রাহ্মণানাং প্রায়শ্চিত্তার্হত্বমিতি চ বিদুষাং পরামর্শঃ ॥

খ

অস্যোত্তরম্ ॥

শূদ্রতযা প্রসিদ্ধানাং বসুঘোষাদ্যুপাধিধারিণাং কায়স্থানাং শাস্ত্রতঃ সর্ব্বথোপনয়নানধিকার ইতি ॥

শাস্ত্রনিষিদ্ধোপনয়নসংস্কারাণাঞ্চ তেষাম্ উপনয়নসংস্কার-বিধিনা গৃহীতোপবীতানাং প্রায়শ্চিত্তার্হত্বমিতি তাদৃশোপনয়ন-প্রযোজকব্রাহ্মণানামপি প্রায়শ্চিত্তার্হত্বমিতি চ বিদুষাং পরামর্শঃ ॥

গ।

বসুঘোষাদিপদ্ধতিমতাম্ উপনয়নসংস্কারস্যাশাস্ত্রীয়ত্বাৎ শাস্ত্রীযোপনযনপদ্ধত্যনুসারেণ গৃহীতোপবীতানাং বেদগ্রাহিণাঞ্চ তেষাং তদুপানেত্রাদীনাঞ্চ প্রত্যবাযভাগিতেতি বিদুষাং পরামর্শঃ ॥

ঘ

বসুঘোষাদি-পদ্ধতিযুক্ত-নামকাঃ কাযস্থা উপনযনানর্হা-ইতি। উপনীতাশ্চেত্তে প্রাযশ্চিত্তার্হা ভবন্তি। তত্র তেষা-মাচার্য্যাদিকর্ম্মকর্ত্তারোঽপীতি চ বিদুষাং পরামর্শঃ ॥

স্বাক্ষরকারিণাম্

নবদ্বীপনিবাসিনাম্।

(ক)

মহামহোপাধ্যায তর্কপঞ্চাননোপাধিক
শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্ *

মহামহোপাধ্যায সার্ব্বভৌমোপাধিক
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মণাম্ *

তর্করত্নোপাধিক শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্ *

ন্যায়রত্নোপাধিক শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র শর্ম্মণাম্ *

স্মৃতিভূষণোপাধিক শ্রীনৃসিংহদাস দেবশর্ম্মণাম্ *

(ঘ) তর্কভূষণোপাধিক শ্রীআশুতোষশর্ম্মণাম্

ন্যায়রত্নোপাধিক শ্রীঅজিত নাথ শর্ম্মণঃ

শ্রীনিরঞ্জন দেবশর্ম্মণঃ

চূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীতারাপ্রসন্নশর্ম্মণাম্

[illegible] শ্রীযোগীন্দ্রনাথশর্ম্মণাম্ *

(ক) পূর্ব্বস্থলীনিবাসিনাম্

(ন্যায়পঞ্চানন মহামহোপাধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্ম্মণাম্ *

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীযদুনাথশর্ম্মণাম্ *

গোয়ারি।

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মণঃ

গোয়াড়িনিবাসিনঃ

ভট্টপল্লীনিবাসিনাম্।

(খ)

(মহামহোপাধ্যায়) সার্ব্বভৌমোপাধিক

শ্রীশিবচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীরামকৃষ্ণ ন্যায় তর্কতীর্থ দেবশর্ম্মণঃ

শ্রীরামেশ্বর বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মণঃ

---

* চিহ্নিত মহাশয়েরা "বৃত" এই স্থলে আচার্য্যাদিকর্ম্মকর্ত্তৃণাং এইরূপ লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণঃ
,, নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ দেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়রত্নোপাধিক যজ্ঞেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্
তর্কনিধ্যুপনামক দক্ষিণাচরণ দেবশর্ম্মণঃ
শ্রীবীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণাম্
,, অমরনাথ স্মৃতিরত্ন দেবশর্ম্মণাম্
,, নারায়ণ চন্দ্র কাব্যতীর্থ দেবশর্ম্মণাম্
,, কাশীনাথ বাচস্পতি দেবশর্ম্মণাম্
,, বীরেশ্বর বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মণাম্
,, শশিশেখর তর্করত্ন দেবশর্ম্মণাম্
,, সত্যব্রত তর্করত্ন দেবশর্ম্মণাম্
,, রাখালদাসভট্টাচার্য্য দেবশর্ম্মণাম্
যদুনাথ সার্ব্বভৌম দেবশর্ম্মণাম্
পঞ্চানন তর্কবাগাশ দেবশর্ম্মণাম্
কাশীপতি স্মৃতিভূষণ দেবশর্ম্মণঃ
কিরণচন্দ্র কাব্যতীর্থ দেবশর্ম্মণঃ
অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদানাম্
ক্ষেত্রনাথ জ্যোতীরত্নানাম্
রামানুজ বিদ্যার্ণবদেবশর্ম্মণাম্
উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নানাম্
বিদ্যারত্নোপাধিক তারাপ্রসন্নদেবশর্ম্মণাম্
বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ দেবশর্ম্মণাম্
স্মৃতিরত্নোপাধিক যাদবচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

কাশীনিবাসিনাম্ (খ)

(মহামহোপাধ্যায়) শ্রীসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রিণাম্
(মহামহোপাধ্যায়) ,, শিবকুমার শাস্ত্রিণাম্
(মহামহোপাধ্যায়) ,, গঙ্গাধর শাস্ত্রিণাম্
(মহামহোপাধ্যায়) ,, দামোদর শাস্ত্রিণাম্
তর্করত্নোপাধিক ,, জয়নারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্
,, ত্রৈলঙ্গরাম শাস্ত্রিণাম্
,, যাদবচন্দ্র দেবশর্ম্মতর্কাচার্য্যাণাম্
ন্যায়রত্নোপাধিক ,, গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্
,, ত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণাম্
বিদ্যারত্নোপাধিক ,, বীরেশ্বর শর্ম্মণাম্
তর্কভূষণোপাধিক ,, বামাচরণ দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যানিধ্যুপনামক ,, মধুসূদন শর্ম্মণাম্
বিদ্যারত্নোপাধিক হরনাথ দেবশর্ম্মণাম্
পদরত্নোপাধিক বেণীমাধব শর্ম্মণাম্
রাজচন্দ্র তর্কবাগীশানাম্
গোপাল কৃষ্ণ বিদ্যানিধেঃ
গোবিন্দচন্দ্রন্যায়পঞ্চাননানাম্
তর্কবাগীশোপাধিক অন্নদাচরণ দেবশর্ম্মণাম্
সরস্বত্যুপনাম বংশধর দেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়ালঙ্কারোপাধিক শশিভূষণ দেবশর্ম্মণাম্
তর্কসিন্ধ্বুপাধিক দ্বারকানাথ শর্ম্মণাম্
কমলাপ্রসাদ শর্ম্মণাম্

দেবীচরণ শর্ম্মণাম্
কাব্যব্যাকরণতীর্থোপাধিক শ্যামাকান্ত দেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়রত্নোপাধিক দিগম্বর দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যাভূষণোপাধিক পীতাম্বর দেবশর্ম্মণাম্
মহিমাচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যাভূষণোপাধিক কাশীচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
রজনীকান্ত শর্ম্মণাম্
মহেশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদানাম্
মহেশচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কারাণাম্
রামমণি বাচস্পতীনাম্
পদরত্নোপাধিক সীতানাথ দেবশর্ম্মণাম্
ভট্টাচার্য্যোপনামক সদানন্দশর্ম্মণাম্
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণেঃ
পুত্রপ্রতিনিধীনাম্
প্রসন্নকুমার দেবশর্ম্মণাম্
সিদ্ধান্তভূষণোপনামক জয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণাং
তর্কসিদ্ধান্তোপনামক রামগোপালশর্ম্মণাম্
শ্রীশঙ্কর তর্করত্নস্য

বিক্রমপুরনিবাসিনাম্ (ক)

অদ্বৈতচন্দ্র শর্ম্মন্যায়রত্নানাম্
হেরম্বনাথ শর্ম্মন্যায়রত্নানাং কাসাইল-
নিবাসিনাম্

বিদ্যারত্নোপনামক কাশীচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

মেদিনীমণ্ডলনিবাসিনাম্

পদরত্নোপাধিক কেদারনাথ দেবশর্ম্মণাম্

মাওয়ানিবাসিনাম্

সারদাচরণ তর্কতীর্থানাং

কৃষ্ণপুরনিবাসিনাম্

কালীকৃষ্ণ বিদ্যাবিনোদানাম্

সুবর্ণগ্রামনিবাসিনাম্

দীনবন্ধুতর্করত্নানাং

শ্রীকাইলনিবাসিনাম্

রজনীকান্ত তর্করত্নানাম্

পূর্ণচন্দ্রবিদ্যারত্নানাম্

জগচ্চন্দ্র তর্করত্নানাম্

তারকব্রহ্মতর্করত্নানাং

কালাচাঁদ বিদ্যারত্নানাম্

জয়চন্দ্রস্মৃতিরত্নানাম্

জগদ্বন্ধুতর্কপঞ্চাননানাম্

সারদাচরণ তর্কপঞ্চাননানাং

সাইদল নিবাসিনাম্

চন্দ্রকিশোর বিদ্যাসাগরাণাং

বিদ্যাকূটনিবাসিনাম্

কালাচাঁদ তর্কালঙ্কারাণাং

(বামতি) নিবাসিনাম্

জগদ্বন্ধুতর্করত্নানাম্
নবীনচন্দ্রতর্করত্নানাং
হৃদয়চন্দ্র শিরোরত্নানাম্
দ্বারকানাথ বিদ্যারত্নানাম্
বিপিনবিহারি বিদ্যাভূষণানাং
পিপরিয়া নিবাসিনাম্

শরচ্চন্দ্র ন্যায়রত্নানাম্
বিষ্ণুচরণ স্মৃতিরত্নানাম্
রায়পুরানিবাসিনাম্

পূর্ণচন্দ্র পদরত্নানাম্
(রাজা চাঁপিতলা) নিবাসিনাম্

প্রসন্নচন্দ্র ন্যাযরত্নানাম্
কাশীচন্দ্রতর্কালঙ্কারাণাম্
(দক্ষিণপাড়)

শশিমোহন স্মৃতিরত্নানাম্
শিবচবণসিদ্ধান্তবাগীশানাম্
(বাজাপ্তি)

পূর্ণচন্দ্র শর্ম্ম তর্করত্নানাম্
শ্রীনাথ কাব্যতীর্থানাম্
(ধান্সুকা)

প্রসন্নচন্দ্র তর্কালঙ্কারাণাম্
কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্নানাম্
(সামন্তসার)

গিরিশ চরণ স্মৃতিকণ্ঠানাম্

তারিণী চরণ তর্করত্নানাম্

রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননানাম্

নীলকান্ত তর্কবাগীশানাম্

(বেজনীসার)

তারানাথ শিরোমণীনাম্

শশিভূষণ তর্কচূড়ামণীনাম্

পূর্ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণানাম্

জানকী নাথ বিদ্যাভূষণানাম্

শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থানাম্

(ধান্দুকা আমতলী)

মধুসূদন স্মৃতিকণ্ঠানাম্

রাজকুমার সার্ব্বভৌমানাম্

কোটালীপাড়ানিবাসিনাম্—

কালীকুমার তর্কতীর্থানাম্

(জয়পুর রাজপূতনা)

ন্যায়রত্নোপাধিক রামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

স্মৃতিরত্নোপাধিক কালিদাস দেবশর্ম্মণাম্ *

বিদ্যারত্নোপাধিক গুরুচরণ শর্ম্মণাম্

তর্কবাগীশোপাধিক গোপালকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাম্

তর্কবাচস্পত্যুপাধিক গোবিন্দ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

শিরোমণ্যুপাধিক কালীকান্ত দেবশর্ম্মণাম্

---

* "স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনমতমালোচয়তাং"। এইটুকু বসাইয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।

অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মণাম্
হরিকুমার তর্কপঞ্চানন দেবশর্ম্মণাম্
শিরোমণ্যুপাধিক শশিকুমার দেবশর্ম্মণাম্
কাশীচন্দ্র শর্ম্মণাম্
স্মৃতিরত্নোপাধিক কালীনাথ শর্ম্মণাম্
তর্কপঞ্চাননোপাধিক বিশ্বেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যারত্নোপাধিক হৃষীকেশ শর্ম্মণাম্
যোগেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যারত্নোপাধিক সীতানাথ দেবশর্ম্মণাম্
তর্কভূষণোপাধিক হরিহর দেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়পঞ্চাননোপাধিক বিশ্বেশ্বর শর্ম্মণাম্
সিদ্ধান্ত বাগীশোপাধিক হরিদাস দেবশর্ম্মণাম্
তর্কপঞ্চাননোপাধিক মহেন্দ্র নাথ শর্ম্মণাম্
শিরোমণ্যুপাধিক শ্রীরাম দেবশর্ম্মণাম্
বিপিন বিহারি কাব্যতীর্থানাম্
কালিদাস তর্করত্ন দেবশর্ম্মণাম্
বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মণাম্
হরিনাথ বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মণাম্
দিননাথ বিদ্যাবাগীশ দেবশর্ম্মণাম্
রাজকুমার বিদ্যাভূষণানাম্
ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মণাম্
স্মৃতিরত্নোপাধিক গোবিন্দ চন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ-

দেবশর্ম্মণাম্

শ্যামাকান্ত বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মণাম্

আশুতোষ তর্করত্ন দেবশর্ম্মণাম্

(মদনপাড়)

ন্যায়রত্নোপাধিক অশ্বিনীকুমার দেবশর্ম্মণাম্

(টুপুরিয়া)

ফরিদপুর প্রদেশ-নিবাসিনাম্

চন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাম্

(কাউলীবেড়া)

শ্যামাচরণ শর্ম্ম সাঙ্খ্যতীর্থানাং

(সিঙ্গার ডাহা)

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মণাম্

(গঙ্গানগর)

স্মৃতিতীর্থোপাধিক রাজকুমার শর্ম্মণাম্

(ধামুকা)

স্মৃতিতীর্থোপাধিক সারদা চরণ শর্ম্মণাম্

(মাদারিপুর)

স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীধর দেবশর্ম্মণাম্

(মহেন্দ্রদী)

স্মৃতিভূষণোপাধিক রসিকলাল দেবশর্ম্মণাম্

(বাটিকামারী)

তর্করত্নোপাধিক তারক চন্দ্র শর্ম্মণাম্

(খাটরা)

স্মৃতিরত্নোপাধিক কেদারেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্
(দত্তপাড়া)

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্যামাচরণ শর্ম্মণাম্
(হুয়াইর)

সার্ব্বভৌমোপাধিক শীতলাচরণ দেবশর্ম্মণাম্
(শিমুরাইল)

তর্করত্নোপাধিক নিবারণ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
(প্রাণপুর)

বিদ্যাবাগীশোপাধিক হরচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
(খালিয়া)

বিদ্যারত্নোপাধিক যোগীন্দ্র কুমার দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যাবাচস্পত্যুপাধিক বাণীকান্ত দেবশর্ম্মণাম্
(বাজিতপুর)

স্মৃতিভূষণোপাধিক গোবিন্দ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
(খালিয়া)

স্মৃতিরত্নোপাধিক বিনোদ বিহারি দেবশর্ম্মণাম্
(আমগ্রাম)

ব্যাকরণ তীর্থোপাধিক চন্দ্রকিশোর দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যারত্নোপাধিক আনন্দ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
(কবিরাজপুর)

বিদ্যারত্নোপাধিক ভগবান্ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
(মহেন্দ্রদী)

স্মৃতিরত্নোপাধিক উপেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মণাম্
(ঐ)

বিদ্যালঙ্কারোপাধিক হীরালাল দেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়রত্নোপাধিক উমাকান্ত শর্ম্মণাম্

(ডুলাইর ডাইঙ্গ)

তর্কশাস্ত্র্যুপাধিক নবদাস দেবশর্ম্মণাম্

(কোড়কদী)

ব্যাকরণ কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্নোপাধিক শিবকুমার শর্ম্মণাম্

ঐ

কাব্যতীর্থ তর্কবাচস্পত্যুপাধিক তারানাথ দেবশর্ম্মণাম্

ঐ

কেশব চন্দ্র বিদ্যারত্নানাম্

(গোহালা)

রাজসাহীপ্রদেশনিবাসিনাম্

নাটোরমহারাজসদঃসদাং তর্কালঙ্কারোপাধিক-
পীতাম্বর দেবশর্ম্মণাম্

(নাটোর)

তাহিরপুর রাজসদঃসদাং স্মৃতিতীর্থোপাধিক-
বিজয় কিশোর শর্ম্মণাম্
স্মৃতিরত্নোপাধিক দুর্গাদাস দেবশর্ম্মণাম্

(বাসুদেবপুর)

বিদ্যাবাগীশোপাধিক রমেশ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
বেদান্তবাগীশোপনামক উমেশ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

(বৈদ্যবেলঘড়িয়া)

বিদ্যালঙ্কারোপাধিক তারিণীশঙ্কর দেবশর্ম্মণাম্

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভাচার্য্যাণাং রামতনু দেবশর্ম্মণাম্
স্মৃতিতীর্থ স্মৃতিরত্নোপাধিক যোগীন্দ্র নারায়ণ
দেবশর্ম্মণাম্
(নাটোর)

হরনাথ বিদ্যারত্নানাম্
(শাতইর)

বিশ্বেশ্বর স্মৃতিভূষণানাম্
স্মৃতিতীর্থোপাধিক কৃষ্ণকুমার দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যারত্নোপাধিক মনোমোহন দেবশর্ম্মণাম্
মহাদেবপুর রাজসভাপণ্ডিতানাম্
বিদ্যারত্নোপাধিক রামগোপাল শর্ম্মণাম্
মহামহোপাধ্যায় তর্কদর্শনতীর্থোপাধিক
গুরুচরণ শর্ম্মণাম্
(রাজসাহী)

পাবনাপ্রদেশনিবাসিনাম্—

সার্ব্বভৌমোপাধিক শ্রীযদুনাথ শর্ম্মণাম্
(ধানবান্দি) গ্রামনিবাসিনাম্
পাবনা দর্শনবিদ্যালয়াধ্যাপক শ্রীফণিভূষণতর্কবাগীশানাম্
পাবনা সংস্কৃত সাহিত্যবিদ্যালয়াধ্যাপক
কাব্যতীর্থোপাধিক
শ্রীগোপাল চন্দ্র শর্ম্মণাম্
তর্করত্নোপাধিক শ্রীযাদব চন্দ্র শর্ম্মণাম্
দ্বারিয়াপুরনিবাসিনাম্)

স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীঅক্ষয় কুমার শর্ম্মণাম্

(পেকাকোলা নিবাসিনাম্)

স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীহরিহর শর্ম্মণাম্

স্থলগ্রামনিবাসিনাম্

ব্যাকরণরত্ন স্মৃতিভূষণোপাধিক শ্রীযামিনী নাথ শর্ম্মণাং

গোলাইখালীগ্রামনিবাসিনাম্

শিরোমণ্যুপাধিক শ্রীচন্দ্রকুমার শর্ম্মণাম্

তর্করত্নোপাধিক শ্রীরামকমল দেবশর্ম্মণাম্

স্থলগ্রাম নিবাসিনাম্

পেকাকোলানিবাসি শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মণাম্

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্যাণাম্

স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীজনার্দ্দন শর্ম্মণাম্

কাওয়াখোলাবাস্তব্যানাম্

শিরোরত্নোপাধিক শ্রীযাদবচন্দ্র শর্ম্মণাম্

কাকখোলানিবাসিনাম্

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীকৈলাশ চন্দ্র শর্ম্মণাম্

কাওয়াখোলানিবাসিনাম্

তর্কালঙ্কারোপাধিকানাং হালালিয়ানিবাসিনাং

শ্রীকার্ত্তিক শঙ্কর দেবশর্ম্মণাম্

হালালিয়া নিবাসিনাং স্মৃতিরত্নোপাধিকানাং

শ্রীসদানন্দ দেবশর্ম্মণাম্

হালালিয়া নিবাসিনাং স্মৃতিতীর্থোপাধিকানাং

শ্রীঅম্বিকানাথ দেবশর্ম্মণাম্

হালালিয়া গ্রামবাসিনাং বিদ্যারত্নোপাধিকানাং
শ্রীগুরুদাস শর্ম্মণাম্
হালালিয়া গ্রামবাসিনাং ন্যায়ভূষণোপাধিকানাং
শ্রীকুমুদনাথ দেবশর্ম্মণাম্

বরিশালপ্রদেশনিবাসিনাম্—

কলসকাঠী নিবাসিনাম্ * শ্রীকাশীশ্বর শর্ম্মণাম্
(কলসকাঠী)
শিকারপুর গ্রামনিবাসিনাম্ শ্রীরত্নেশ্বর শর্ম্মণাম্
(শিকারপুর)
শ্রীপঞ্চানন বিদ্যারত্নানাং
স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্
(গৈলা)

নোয়াখালীপ্রদেশনিবাসিনাম্—

তর্কপঞ্চাননোপাধিক শ্রীনবচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীকালীকমল তর্কসিদ্ধান্তানাম্
বিদ্যারত্ন কাব্যতির্থোপাধিধারক শ্রীসারদা চরণ
দেবশর্ম্মণাম
শ্রীউমাচন্দ্র বিদ্যানিধীনাম্
,, গৌরীনাথ সার্ব্বভৌমানাম্
,, কালীনাথ শর্ম্ম তর্কসিদ্ধান্তানাম্

---

* "শূদ্রতত্ত্বা প্রসিদ্ধানাং" এইটুকু বসাইয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্ম বিদ্যালঙ্কারাণাম্

,, ভুবনচন্দ্র শর্ম্ম সিদ্ধান্তচূড়ামণীনাম্

,, অন্নদা চরণ শর্ম্মতর্কচূড়ামণীনাম্

,, মদনগোপাল বিদ্যাবাগীশানাম্

ন্যায়পঞ্চাননোপাধিধারক শ্রীদীনবন্ধু দেবশর্ম্মণাম্

বিদ্যানিধ্যুপাধিক শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মণাম্

তর্করত্নোপাধিক শ্রীকৃষ্ণকমল শর্ম্মণাম্

বিদ্যাবিনোদোপাধিক শ্রীঅম্বিকাচরণ দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীরজনীনাথ শর্ম্ম স্মৃতিতীর্থস্মৃতিপঞ্চাননানাম্

তর্কশাস্ত্র্যুপাধিক শ্রীশশিমোহন শর্ম্মণাম্

শ্রীঅন্নদানাথ শর্ম্ম বেদান্তশাস্ত্রিণাম্

,, কালীচরণ তর্করত্নানাম্

,, চন্দ্রনাথ ন্যাযভূষণানাম্

,, জযগোপাল তর্কভূষণানাম্

,, দীননাথ ন্যাযপঞ্চাননানাম্

কুমিল্লানিবাসিনাম্ —

শ্রীসারদা চরণ বিদ্যাসাগরাণাম্

(শুলতানপুর নিবাসিনাম্)

,, গঙ্গাচরণ কাব্যরত্নানাম্

(সেন্দগ্রামনিবাসিনাম্)

,, কৈলাশ চন্দ্র তর্করত্নানাং

(উরশি উরা গ্রামবাসিনাম্)

,, কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থানাম্

,, অন্নদা চরণ তর্কনিধীনাম্

(শুলতানপুরনিবাসিনাম্)

,, জগদ্বন্ধু তর্কতীর্থানাম্

(আহরন্দনিবাসিনাম্

,, অমরচন্দ্র ন্যাযরত্নানাম্

(ভাদুঘরনিবাসিনাম্)

,, কালীনাথ তর্কবত্নানাম্

(সাহাবাজপুর নিবাসিনাম্)

,, চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদানাম্

(হাবলাউচ্চ নিবাসিনাম্)

,, জগদ্দীপচন্দ্র কাব্যভূষণানাম্

ঐ

,, শ্রীধন বিদ্যারত্নানাম্

ঐ

,, ভারতচন্দ্র কাব্যতীর্থানাং

(সরাইল নিবাসিনাম্)

,, পূর্ণচন্দ্র স্মৃতিভূষণ ভট্টাচার্য্যাণাম্

(কালী কচ্ছগ্রাম নিবাসিনাম্)

,, রজনীনাথ স্মৃতিরত্নানাম্ (ঐ)

,, লোকনাথ চূড়ামণীনাম্

,, যামিনী চন্দ্র স্মৃতিরত্নানাম্

(হাবলাউচ্চ নিবাসিনাম্

ত্রিপুরানিবাসিনাম্—

শিবচন্দ্র তর্কচূড়ামণীনাম্

(শ্রীকাইল)

দীনবন্ধু তর্করত্নানাম্

দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নানাম্

(জাম্নুদপুর)

কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিরত্নানাম্

(ইচ্ছাপুর)

বিপিন বিহারি বিদ্যাভূষণাম্

শরচ্চন্দ্র ন্যায়রত্নানাম্

ঈশানচন্দ্র তর্কবাগীশানাম্

(সাৎমোরা)

জগচ্চন্দ্র তর্করত্নানাম্

(ইচ্ছাপুর)

মহিমাচন্দ্র কাব্যনিধীনাম্

(জগতপুর)

নবীনচন্দ্র তর্করত্নানাম্

(ইব্রামপুর)

সারদা চরণ তর্কতীর্থানাম্

(কৃষ্ণপুর)

দুর্গাগতি স্মৃতিভূষণানাম্

ঐ

শ্যামাচরণ সিদ্ধান্ত বাগীশানাম্

শশিমোহন তর্কবিনোদানাম্

(এগার গ্রাম)

চন্দ্রকিশোর ন্যাযবত্নানাম্

(নূরনগব)

কালীনাথ তর্করত্নানাম্

(সাহাবাজপুর)

কামিনীকুমার ন্যায়রত্নানাম্

(গুণসাগব)

ময়মনসিংহ নিবাসিনাম্—

কাব্যতীর্থতর্কতীর্থোপাধিক শ্রীকেদাবনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্ কুটুবিযানিবাসিনাম্

বিদ্যারত্নোপাধিকানাম্

,, গিবিশচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্ পৌজান নিবাসিনাম্

বিদ্যারত্নোপাধিকানাম্

,, অভযা চরণ শর্ম্মণাম্

(মানবা গ্রাম নিবাসিনাম্)

,, শশিনাথ শর্ম্মণাম্

(বলিখণ্ড নিবাসিনাম্)

,, প্রসন্ন নাথ শর্ম্মণাম্ ঐ

,, ভুবনচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

নারান্দিয়ানিবাসিনাম্

বিদ্যাভূষণোপাধিকানাং শ্রীঈশানচন্দ্র শর্ম্মণাম্

গালা নিবাসিনাম্

,, কেশব নাথ দেবশর্ম্মণাম্ (ধুনাইল নিবাসিনাম্)
স্মৃতিরত্নোপাধিকানাম্

,, চন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মণাম্ কুটুরিয়া নিবাসিনাম্
স্মৃতিরত্নোপাধিকানাম্

,, জগদ্বন্ধু শর্ম্মণাম্

,, মহেশচন্দ্র শর্ম্মণাম্

,, অম্বিকাচরণ শর্ম্মণাম্

স্মৃতিতীর্থ-বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীরমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
গালানিবাসিনাম্

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
(গোপালপুরনিবাসিনাম্)

শ্রীরাজচন্দ্র স্মৃতিভূষণানাম্ *

,, কালীহর শর্ম্ম বিদ্যালঙ্কারস্য *

,, গঙ্গাদাস শর্ম্ম স্মৃতিভূষণানাম্ *

,, সুরেশ চন্দ্র বিদ্যানিধেঃ *

,, গোপীনাথ বিদ্যারত্নস্য *

,, রামসুন্দর ন্যায়পঞ্চাননানাম্ *

,, বনমালি ন্যায়রত্নানাম্ *

,, গিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্নানাম্ *

,, অভয়া চন্দ্র বিদ্যারত্নানাম্ *

,, হরনাথ ন্যায়রত্নানাম্ *

---

* চিহ্নিত পণ্ডিতগণ "বসুঘোষাদ্যুপাধিধারিণাং" ইহার পূর্ব্বে "শূদ্রত্বেন প্রসিদ্ধানাং" এই অংশ ও 'ব্রতি' স্থলে "প্রযোজক" শব্দ বসাইয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ---

বাগুড়া সেরপুর নিবাসিনাম্—

বাগুড়া সেরপুর মুন্সীরামজয় ন্যায় দর্শন বিদ্যালয়াধ্যাপক

ন্যায়রত্ন তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীগোপালনাথ দেবশর্ম্মণাম্

চূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

সেরপুর ভবানীচতুষ্পাঠীস্থিতাধ্যাপক—

শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্ স্মৃতিসাঙ্খ্যতীর্থোপাধিকানাং

(সেরপুরবাস্তব্যানাম্)

বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীতারিণী চরণ শর্ম্মণাম্

যশোহর প্রদেশনিবাসিনাম্---

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মণাম্

(নড়াইল)

ন্যায়রত্নোপাধিক শ্রীকৈলাশ চন্দ্র শর্ম্মণাম্

শ্রীশ্যামাচরণ তর্কবাচস্পতি দেবশর্ম্মণাম্

(উজিরপুর)

স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীবিশ্বেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্

(ইতিনা)

স্মৃতিভূষণোপাধিক ,, লোহারাম শর্ম্মণঃ

(মল্লিকপুর)

বিদ্যারত্নোপাধিক ,, অম্বিকা চরণ শর্ম্মণাম্

(কডরা)

স্মৃতিরত্নোপাধিক ,, যতীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাম্

(কুকুরা)

কাব্যতীর্থোপাধিক দুর্গাদাস দেবশর্ম্মণঃ

(কুড়িগ্রাম)

বিদ্যাসাগরোপাধিক বামনদাস দেবশর্ম্মণাম্

স্মৃতিকণ্ঠোপাধিক জগদীশ্বর দেবশর্ম্মণাম্

(বিষ্ণুপুর)

বিদ্যারত্নোপাধিক গঙ্গেশ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

(বেন্দা)

তর্করত্নোপাধিক তারানাথ দেবশর্ম্মণাম্

স্মৃতিভূষণোপাধিক বসন্তকুমার দেবশর্ম্মণাম্

(কালিয়া)

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীরাম দেবশর্ম্মণাম্

(উজীরপুর)

ভট্টাচার্য্যোপাধিক যামিনীকান্ত দেবশর্ম্মণাম্

(মল্লিকপুর)

কাব্যরত্নোপাধিক প্যারীকান্তশর্ম্মণাম্

(ফুফুরা)

তর্কপঞ্চাননোপাধিক সারদা কান্ত দেবশর্ম্মণাম্

স্মৃতিরত্নোপাধিক যতীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাম্

পদরত্নোপাধিক প্রসন্নকুমার শর্ম্মণাম্

(জয়নগর)

তর্করত্নোপাধিক ললিতমোহন দেবশর্ম্মণাম্

স্মৃতিভূষণোপাধিক সারদা চরণ শর্ম্মণাম্

(মজরা)

ন্যায়ালঙ্কারোপাধিক গোপাল চন্দ্র শর্ম্মণাম্

(মল্লিকপুর)

বিদ্যারত্নোপাধিক যোগেন্দ্র নাথ শর্ম্মণাম্

কাব্যতীর্থোপাধিক কেশব চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

বিদ্যাসাগরোপাধিক আশুতোষ শর্ম্মণাম্

তর্করত্নোপাধিক শ্রীপতি শর্ম্মণাম্

তর্করত্নোপাধিক বলরাম শর্ম্মণাম্

তর্করত্নোপাধিক মধুসূদন শর্ম্মণাম্

বেদান্তবিশারদোপাধিক রমেশ চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

(কাশীপুর)

বিদ্যারত্নোপাধিক কুটীশ্বর দেবশর্ম্মণাম্

কাব্যতীর্থোপাধিক অন্নদা চরণ শর্ম্মণাম্

(বানাগ্রাম)

স্মৃতিভূষণোপাধিক কাশীচন্দ্র শর্ম্মণাম্

কালীচরণ শর্ম্মণাম্ বিদ্যারত্নোপাধিকানাং

স্মৃতিতীর্থোপাধিক বিশ্বেশ্বর শর্ম্মণাম্

(ইতিনা)

তর্করত্নোপাধিক চন্দ্রকান্ত শর্ম্মণাম্

বিদ্যারত্নোপাধিক নেপাল চন্দ্র শর্ম্মণাম্

স্মৃতিরত্নোপাধিক কৈলাশ চন্দ্র শর্ম্মণাম্

(তালখড়ী)

তর্কভূষণোপাধিক মধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্

(তালসোনা)

স্মৃতিতীর্থোপাধিক রামদাস দেবশর্ম্মণাম্

(চাঁচরা)

কেদার নাথ শর্ম্মণাম্

ঐ

চন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাম্

বারুইখালী

বিজয় নাথ দেবশর্ম্মণাম্ ,,

(সাঙ্খ্যশাস্ত্রি) প্রিয়নাথ দেবশর্ম্মণাম ,,

রামচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্ ,,

কেদারনাথ ভারতী সাঙ্খ্য মীমাংসা তীর্থানাম্

প্রতাপকাঠী নিবাসিনাম্

মহেশপুর নিবাসিনাম্

স্মৃতিতীর্থোপাধিক ব্রজেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মণাম্

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর নিবাসিনাম্--

শ্রীদুর্গাসুন্দর শর্ম্ম কৃতিরত্নানাম্

ন্যায়তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীচণ্ডীদাস শর্ম্মণাম্

বহরমপুর জুবিলীটোল বাস্তব্যানাম্

শ্রীরামশরণ শর্ম্ম বিদ্যাবাগীশানাম্

বহরমপুর জুবিলীটোল বাস্তব্যানাম্

বেদান্তরত্নোপাধিক শ্রীঅন্নদাচরণ শর্ম্মণাম্

তর্করত্নোপাধিক শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্

তর্কপঞ্চাননোপাধিক শ্রীশতঞ্জীব শর্ম্মণাম্

বিদ্যাবাচস্পত্যুপাধিক শ্রীরামলাল দেবশর্ম্মণাম্
ন্যায় চূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীকুলদাকান্ত দেবশর্ম্মণাম্

বর্দ্ধমান প্রদেশ নিবাসিনাম্—

স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীব্রজনাথ দেবশর্ম্মণাম্
শ্রীবীরেশ্বরতর্কতীর্থ দেবশর্ম্মণাম্
(বৈদ্যপুর)
শ্রীআশুতোষ শব্দরত্ন দেবশর্ম্মণাম্
(বৈদ্যপুর)
শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মণাম্
(চৌপীড়া)
শ্রীভূদেব শর্ম্মণাম্ (তেলাস্ত)
শ্রীকামাখ্যানাথ দেবশর্ম্মণাম্
(মিরহাট)
শ্রীরাখালদাস স্মৃতিতীর্থ শর্ম্মণাম্
(হাঁসনহাটী)
তর্কভূষণোপাধিক শ্রীদ্বারকেশ শর্ম্মণাম্
বর্দ্ধমানান্তর্গত মনান্দিঘী গ্রাম নিবাসিনাম্

মেদিনীপুর প্রদেশবাসিনাম্—

তর্কসিদ্ধান্তোপাধিক শ্রীরামেশ্বরদেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়ভূষণোপাধিক শ্রীনীলকণ্ঠ দেবশর্ম্মণাম্
তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীবামলাল দেবশর্ম্মণাম্
(ভেমুয়াগ্রামবাসিনাম্)

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীপেলারাম দেবশর্ম্মণাম্

(করকাইগ্রামবাসিনাম্)

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীঈশানচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্

ন্যায়বাগীশোপাধিক শ্রীঅম্বিকাচরণ দেবশর্ম্মণাম্

(বনপাইগ্রামবাসিনাম্)

শ্রীরামহৃদয় বিদ্যাবাগীশ দেবশর্ম্মণাম্

(ঘাটাল)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্ (টোলা কালা টোল)

তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীরামরক্ষ দেবশর্ম্মণাম্

শিরোমণ্যুপাধিক শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণঃ

স্মৃতিভূষণোপাধিক শ্রীরামকমল দেবশর্ম্মণাম্

কেশাই দিঘী গ্রামস্থ মঠাধ্যাপক কাব্যতীর্থোপাধিক

শ্রীবরদাকান্ত দেবশর্ম্মণাম্।

যবদা গ্রামস্থ মঠাধ্যাপক শিরোমণ্যুপাধিক

,, মহেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাম্

,, ঈশানচন্দ্র শর্ম্মণঃ (পূর্ব্বামর্ষিচতুষ্পাঠী)

আড়গোয়াল গ্রামস্থ মঠাধ্যাপক

,, দিগম্বর দেবশর্ম্মণাম্।

মৃগবেড্যা বিদ্যালযাধ্যাপকানাং ন্যায়ভূষণোপাধিকানাং

শ্রীদ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণাম্। *

---

* চিহ্নিত মহাশয় "কায়স্থজাতীয়ানাং শূদ্রত্বেন নোপনয়ন-সংস্কারার্হত্বং। তে চোপনীতাঃ প্রায়শ্চিত্তার্হাঃ। তেষামুপনয়নকর্ম্মণ্যাচার্য্যকর্ম্মকর্ত্তৃণাং ব্রাহ্মণানাং প্রায়শ্চিত্তার্হ'তেতি বিদুষাং পরামর্শঃ" এইরূপ ব্যবস্থাপত্রিকায় লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।

শ্রীলাল মোহন দেবশর্ম্মণঃ (ভামুয়া গ্রামনিবাসিনঃ)

,, মহেন্দ্রলাল দেবশর্ম্মণাম্

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীবৈদ্যনাথদেবশর্ম্মণাম্

তর্কভূষণোপাধিক ,, দুর্গাপ্রসন্ন শর্ম্মণাম্

(নন্দীগ্রাম কালীচতুষ্পাঠী)

শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাম্ (মালয় মুন টোল)

বাঁকুড়া প্রদেশ নিবাসিনাম্—

স্মৃতিকণ্ঠোপাধিক শ্রীজগদীশ দেবশর্ম্মণাম্

স্মৃতিরত্নোপাধিক ,, কালীপ্রসন্নদেবশর্ম্মণাম্

স্মৃতিভূষণোপাধিক ,, রজনীকান্ত শর্ম্মণাম্

কাব্যতীর্থোপাধিক ,, গঙ্গাবিষ্ণু দেবশর্ম্মণাম্

ঝরিয়া রাজধানী নিবাসিনাম্

বিদ্যারত্নোপাধিক ,, মৃত্যুঞ্জয় দেবশর্ম্মণাম্

কান্সারা গ্রাম নিবাসিনাম্

বিদ্যাভূষণোপাধিক ,, অমরনাথ দেবশর্ম্মণাম্

(লণ্ডী)

ভট্টাচার্য্যোপাধিক ,, সারদাপ্রসাদ দেবশর্ম্মণাম্

(প্রচন্দপুর)

ভট্টাচার্য্যোপাধিক ,, নরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাম্

তর্কতীর্থোপাধিক ,, উপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাম্

(কোতুলপুর)

স্মৃতিরত্নোপাধিক ,, রামনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্

(দেশড়া)

চূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীহরমোহন দেবশর্ম্মণাম্
(পানুয়া)

স্মৃতিভূষণোপাধিক ,, তারিণীচরণ দেবশর্ম্মণাম্
(সামন্তখণ্ড)

বিদ্যালঙ্কারোপাধিক ,, রামনীরদ দেবশর্ম্মণাম্
(কোতলপুর)

তর্করত্নোপাধিক শ্রীরামাজ্যি দেবশর্ম্মণাম্
(রঘুবাটী)

তর্কতীর্থোপাধিক ,, মথুরেশ দেবশর্ম্মণাম্

বেদান্ততীর্থোপাধিক ,, দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণাম্

স্মৃতিরত্নোপাধিক ,, শ্রীপতিচরণ দেবশর্ম্মণাম্

বীরভূম নিবাসিনঃ—

তর্করত্নোপাধিমতঃ শ্রীপশুপতি কাব্যতীর্থস্য
(পাইকর)

হুগলী প্রদেশ নিবাসিনাম্—

বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীগুরুচরণ দেবশর্ম্মণাম্
(বালী)

,, প্রসন্নকুমার দেবশর্ম্মণাম্
(বালীনিবাসিনাম্)

(বেদান্তশাস্ত্রি) শ্রীসীতানাথ শর্ম্মণাম্ চুচুরানিবাসিনাং
(ভূদেবচতুষ্পাঠী)

,, যজ্ঞেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্
কোন্নগর নিবাসিনাম্

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীঅম্বিকাচরণ দেবশর্ম্মণাম্

(ত্রিবেণী)

বিদ্যারত্নোপাধিক ,, হরিদাস দেবশর্ম্মণাম্

(উত্তরপাড়া)

শ্রীকরালীচরণ শর্ম্ম বিদ্যালঙ্কারাণাম্

(বন্দীপুর)

২৪ পরগণা নিবাসিনাম্—

(তর্কবাগীশোপাধিক) শ্রীনীলকান্ত শর্ম্মণাম্

আগরপাড়া গ্রাম নিবাসিনাম্

শ্রীকুলচন্দ্র শিরোমণেঃ সুখরা নিবাসিনঃ

কলিকাতা প্রদেশনিবাসিনাম্—

(মহামহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কারোপাধিক)

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মণাম্

(সাহার লেন)

(মহামহোপাধ্যায়) তর্কবাগীশোপাধিক

* শ্রীকামাখ্যানাথ শর্ম্মণাম্ রাজকীয় সংস্কৃত-

বিদ্যালয়ীয়দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপকানাম্

* তর্কনিধ্যুপনামক শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণাম্

রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ীয় দর্শন-

শাস্ত্রীয় সহকার্য্যধ্যাপকানাম্

---

* চিহ্নিত মহাশয়েরা "চিত্রগুপ্তবংশসম্ভূতানাং" এইটুকু ব্যবস্থাপত্রে লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।

* স্মৃতিকণ্ঠোপাধিক শ্রীভূতনাথ শর্ম্মণাম্

* তর্কতীর্থ শ্রীপার্ব্বতীচরণ শর্ম্মণাম্

(লেবুবাগান)

(স্মৃতিতীর্থ) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মণাম্

(হালসী বাগান)

শ্রীক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নস্য

(বহুবাজার)

শ্রীকালীপ্রসাদ বিদ্যারত্নস্য

(বিডন রো)

শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মণাম্

(আহেরীটোলা)

শ্রীদ্বারিকানাথ শাস্ত্রিণাম্ বিক্রমপুর নিবাসিনাম্

,, চন্দ্রকুমার স্মৃতিভূষণানাম্

শ্রীতারকনাথ স্মৃতিরঞ্জনানাম্ (হাতিবাগান)

বিদ্যালঙ্কারোপাধিক শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মণাম্

শ্রীউমাচরণ বিদ্যারত্নানাম্ (জোড়াসাকো)

,, কৈলাশচন্দ্র শিরোমণেঃ (বহুবাজার)

,, ঠাকুরদাস বিদ্যারত্নানাম্ (আহিরীটোলা)

,, নন্দলাল শর্ম্মণাম্

,, ধর্ম্মদাস দেবশর্ম্মণাম্ (কাঁশারিপাড়া)

,, সর্ব্বেশ্বর দেবশর্ম্মণাম্ (কুমারটুলি)

,, রামদাস দেবশর্ম্মণাম্ (আহিরীটোলা)

---

* চিহ্নিত মহাশয়েরা "ক্ষত্রিয়চিত্রগুপ্তাসম্ভূতানাম্" এই মাত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।

শ্রীকালীকিঙ্কর শিরোমণেঃ

(২৪নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট)

,, হরচন্দ্র শর্ম্মণাম্

,, কুঞ্জবিহারি বিদ্যারত্নানাম্ (পটোলডাঙ্গা)

,, নকুলেশ্বর বিদ্যারত্নস্য (বসুপাড়া)

,, সুরেন্দ্র নাথ স্মৃতিরত্নস্য (বেনেটোলা

,, মনীন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নস্য (নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট)

,, প্রসন্নকুমার স্মৃতিতীর্থানাম্

,, প্রিয়নাথ শিরোমণেঃ (পাথুরিয়া ঘাটা

,, রজনীকান্ত কাব্যরত্নানাম্ (কুমারটুলি)

,, রামব্রহ্ম শিরোমণীনাম্ (বহুবাজার)

বাচস্পত্যুপাধিক শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণাম্

তর্করত্নোপাধিক ,, বিষ্ণুচরণ দেবশর্ম্মণাম্

তর্কতীর্থোপাধিক ,, বাণীকণ্ঠ শর্ম্মণাম্

(শ্যামপুকুর নবরাহার লেন)

,, চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থস্য

(বসুপাড়া)

বিদ্যানিধ্যুপাধিক ,, হরিদাস শর্ম্মণাম্

(হাতিবাগান)

সাহিত্যাচার্য্যাণাং ,, পঞ্চানন শর্ম্মণাম্

(বসুপাড়া)

স্মৃতিতীর্থোপাধিক ,, দক্ষিণাচরণ শর্ম্মণাম্

শ্রীচন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কারাণাম্ জাতীয়বিদ্যামন্দির-
প্রধানাধ্যাপকানাম্

কাব্যতীর্থোপনামক শ্রীগুরুনাথ শর্ম্মণাম্

তর্কনিধ্যুপাধিক শ্রীবসন্ত কুমার শর্ম্মণাম্
(কাটাপুকুর)

(শাস্ত্রি) শ্রীহরনাথ শর্ম্মণাম্
শ্যামপুকুরনিবাসিনাম্

কবিভূষণোপাধিক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ শর্ম্মণাম্
৪৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট

স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীকালীনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ স্মৃতিতীর্থানাম্ (হাটখোলা)

শ্রীরামতনু বিদ্যারত্নানাম্ (২৩ নং কাটাপুকুর লেন)

শ্রীগোপালকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীগঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যাণাম্

(তর্করত্ন) শ্রীরামদয়াল শর্ম্মণাম্ (হাতিবাগান)

শ্রীঅনাথনাথ শর্ম্মণাম্ (শ্যামপুকুর)

(শিরোমণি) যদুনাথ শর্ম্মণাম্ (শ্যামপুকুর)

(বিদ্যাবাগীশ) কৃষ্ণধন শর্ম্মণাম্ (হাতিবাগান)

(বিদ্যারত্ন) গোবিন্দ চন্দ্র শর্ম্মণাম্ (শিকদারবাগান)

(চূড়ামণি) ঠাকুরদাস শর্ম্মণাম্ (শ্যামপুকুর)

(ন্যায়রত্ন) তারাপদ শর্ম্মণাম্ (হাতিবাগান)

(ক্রমশঃ)

উত্তর পাড়ার রাজা শ্রীপ্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের পত্র।

(উত্তরপাড়া)

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়।

সবিনয় নিবেদনং—

আপনাদের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই আমি স্থির করিয়াছি যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কায়স্থের উপনয়ন ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদিগের সহিত আমরা কোনও সংশ্রব রাখিব না। এবং কার্য্য কর্ম্ম উপলক্ষে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিব না, এ বিষয়ে দেশীয় ব্রাহ্মণ সমাজের মতের বোধ হয় একতা আছে। নিবেদনমিতি। সন ১৩১৩ সাল। তাং ২১ শে কার্ত্তিক।

শ্রীপ্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম সমাজপতি খ্যাতনামা ৺রামদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত তারানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

ব্রাহ্মণ সভার শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে কতকগুলিন অর্থলোভি পণ্ডিতাখ্যাধারি ব্রাহ্মণ, কায়স্থের উপনয়নের ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং কেহ কেহ উক্ত কার্য্যে ব্রতীও হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্বপ্রকারে ত্যাজ্য, কোন কার্য্যেই সম্মান্য ও আদরণীয় হইতে পারেন না। মহাশয় তৎপক্ষে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবেন, ভরসা করি ঐ সকল পণ্ডিতাখ্যাধারি ব্রাহ্মণের নাম আপনি পাইয়াছেন, যদি সমস্ত না পাইয়া থাকেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া লইবেন এবং নাম গুলি আমাকে লিখিয়া পাঠাইবেন, আমি ঐ প্রকার ব্যক্তিদিগের সহিত কোন প্রকার সংশ্রব ও ব্যবহার রাখিতে না হয় তাহা করিব, অধিক নিবেদন বাহুল্য, ইতি ১৩১৩ সাল, ৭ই অগ্রহায়ণ।

শ্রীতারানাথ মুখোপাধ্যায়।

বাঁশবাড়িয়া।

কলিকাতা সভাবাজার রাজবাটীর দক্ষিণ বাটীর কায়স্থ গোষ্ঠীপতি ৺রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সুযোগ্য পৌত্র শ্রীযুক্ত কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের পত্র।

শ্রীহরিঃ—

শোভাবাজার—১৭ই ফাল্গুন, ১৩১৩।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরিনাথ শাস্ত্রী মহাশয়

শ্রীচরণেষু।

প্রণাম নিবেদনমিদং—

আপনার পত্র পাঠান্তে অবগত হইলাম কায়স্থজাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন ও অশৌচ সংক্ষেপাদি করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা উক্ত বিষয়ে আমার মত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতে আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি যে, আমরা ক্ষত্রিয় হই আর যাহাই হই, আমাদের ধর্ম্ম নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আমাদের কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা উপনয়নবর্হিত, মাসাশৌচ ব্যবহার করতঃ দৈব পৈত্র ক্রিয়াকলাপ করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে আমরা উপনীত হইয়া বৈদিক গায়ত্রী উপাসনাদি বা অশৌচ সংক্ষেপ করিয়া অসময়ে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য লোপ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমার স্বর্গীয় পিতামহ উপনয়নের সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং মত দেন নাই, সুতরাং পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতামহ ঠাকুরের মতের বিরোধী হইবার আমার মত ও ক্ষমতা নাই, তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, আমি ইতর তাঁহার আচরিত মত অনুকরণ করিতে বাধ্য—

নিঃ

শ্রীগিরীন্দ্র নারায়ণ দেবস্য।

হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের সুপ্রসিদ্ধ-নামা শ্রীযুক্ত শ্যামলধন দত্ত বাহাদুরের পত্র—

শ্রীদুর্গা শরণম্।

হিন্দু সমাজে কায়স্থজাতির অসা মান্য সম্মান, পৈতা লইয়া সে সম্মান বাড়িবে, তাহা কোন সুবুদ্ধি ব্যক্তিই মনে করেন না। পৈতা লওয়া বাতুলতা, আমরা

প্রকৃত কায়স্থ সমাজের মত লইয়া জানিয়াছি, জাতি-ধর্ম্ম লোপ করিতে কেহই প্রস্তুত নহেন, কায়স্থ জাতির উপর যে বিধি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে ও আপাততঃ কায়স্থ জাতির ভিতর যাহা প্রচলিত আছে, তাহাই সত্য বলিয়া বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থ সম্প্রদায় মত প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ মত আদিম কায়স্থ-সভার প্রকাশিত পুস্তকে দেখিতে পাইবেন, তথাপি জাতি-ধর্ম্ম লোপ করিবার জন্য কত অবৈধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে, দেশপূজ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সংবাদপত্রে প্রকাশ্যভাবে লিখিয়াছেন তিনি সহস্র মুদ্রা প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়াও কায়স্থের উপনয়নে স্বাক্ষর করেন নাই, ঘরের টাকা খরচ করিয়া ধর্ম্মলোপ করিতে চাহে, এমন অবিবেচকের সত্তা কায়স্থ জাতির মধ্যে দেখিয়া আমরা বিস্মিত ক্ষুব্ধ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিকূলে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক বর্ণেরও প্রমাণসহ প্রতিবাদ করিতে কাহারও সাহস হয় নাই, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের কোনও প্রমাণ পান নাই, নবীন বিদ্যার্ণবেরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন কায়স্থ ক্ষত্রিয়, অপিচ পতিত বিধায় প্রায়শ্চিত্তার্হ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আরও বলিতেছেন, পাপ নিশ্চয় না হইলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কায়স্থের এক ভ্রাতা বলিতেছেন, আমি পতিত, বহুভ্রাতা বলিতেছেন, পতিত কেন হইতে যাইব? আমি নিষ্পাপ মূলজাতি সুতরাং ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে।

দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যাহা হউক, সম্প্রতি কায়স্থ উপনয়নার্হ কিনা? উপনয় হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ কিনা? এইরূপ উপনয়নে বৃত ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্তার্হ কিনা? এই তিনটী প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সমগ্র বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপনয়ন হইতে পারে না, উপনীত হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, মূল ব্যবস্থা পুস্তক দেখিবেন, আমরা ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু কায়স্থগণের সংশয় অপনোদন ও সত্য প্রকাশার্থ এই সংবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি ১৩১৩।

শ্রীশ্রীদুর্গা
জয়তি।

১৩১৩
১৫।৪

বিশ্বদ্বরেষু—

আপনার প্রেরিত শ্রীমান্ গঙ্গাদাস বাবাজীর নামীয় পত্রে জানিলাম যে, আমি কোনও এক কায়স্থের উপনয়ন দিয়াছি সে কথা আমার কোনও নিয়ত শক্রতে প্রকাশ করিয়াছে, কিম্বা তদ্দলভুক্ত লোকের স্বদল বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বলিয়াছে, আমি সে কার্য্য কথনও করি নাই। জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপনমিতি।

নিঃ

স্মৃতিতীর্থ শ্রীরামগোপাল শর্ম্মণঃ।

ধুলজোড়া।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

১৩১৩ সাল, ১৩ই শ্রাবণ।
উজীরপুর—ধুলজোড়া।
পোঃ রূপাপক, ফরিদপুর।

অপর যে একটী বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কারণ আমার স্বভাব আপনি এথনও অবিদিত আছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়, আমি কোনরূপ কুটার্থগ্রাহী হইলে, প্রস্তাবিত বিষয়টী পূর্ব্বে মহাশয়ের নিকট প্রকাশ না করিলে আমার কোনও বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। অস্বীকার করিলেও পারিতাম, যাহা হউক সে বিষয়ে আমি আর বিশেষ কিছু লিখিতে চাই না।

আমি কায়স্থ জাতিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় স্বীকার করিয়া যথাবিধি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করণান্তর কায়স্থ উপনয়নার্হ হইতে পারে, এই ব্যবস্থা দিয়াছি। এইরূপ অনেকে বলিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা নয়। আমি ইহাই লিখিয়াছি যে, কায়স্থ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তানন্তর উপনয়নার্হ হইতে পারে। কিন্তু

যাহাতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে এখন পর্য্যন্ত এমন কোনও বিশেষ প্রমাণ পাই নাই, এবং উক্তরূপ ব্যবস্থা দিতেও পারি না। কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় নহে ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস করি। ইতি

নিঃ

শ্রীগঙ্গাদাস শর্ম্মণঃ (স্মৃতিতীর্থস্য)।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

বিন্ধ্যাচল
প্রতাপ বাবুর বাটী।
মিরজাপুর।

পরম কল্যাণ বরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সংবাদ অবগত হইলাম, আমি বিন্ধ্যাচলেই আছি। সেরপুর যাই নাই। তোমার পত্র ১০।১২টী মোহর ও অতিরিক্ত কাগজ যুক্ত হইয়া সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে।

চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া আমরা যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, তাহাতে কপর্দ্দক মাত্র গ্রহণ করি নাই। সে যাহা হউক ব্যবস্থা দিবার কয়েক দিন পরেই যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া চিত্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছিল, ঐ প্রমাণ চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ হয় না ঐরূপ বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ আমি ঐ কথা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাই, আর ঐ পাতি ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করি, ঐ ব্যবস্থা অশাস্ত্রীয় বোধ হওয়াতে চিত্রগুপ্ত সন্তানদিগের ক্ষত্রিয়সন্তানত্ব বিষয়ে যে লিখা হইয়াছিল, তাহাও সুতরাং সন্দেহের বিষয় হইয়াছে, তোমার মঙ্গলাখ্যানে সুখী করিবা। অত্র মঙ্গল ইতি ২৯শে পৌষ—

শুভার্থি শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো-

জয়তি—

১৩১৩ সন, ১০ই মাঘ।

৮ কাশীধামস্থ বারাণসী ব্রাহ্মণসভা।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত কলিকাতা ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক

মহাশয়সমীপে—

সবিনয় নিবেদন—

বিগত ২১শে পৌষ শনিবার অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় কাশীস্থ পুটীয়া অত্র বাটীতে কাশীব্রাহ্মণ সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। কায়স্থগণ শূদ্র কিনা? এবং যদি শূদ্র হয়, তবে শূদ্রের বেদাধিকার লাভে অভিলাষী হইয়া বেদ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি নিমিত্ত তাহাদিগের পাতিত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত শূদ্র পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল ব্রাহ্মণ (অত্রি সংহিতা ৩৭৪—৩৭৮ শ্লোকে) তাহাদিগের উক্ত শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্যে যোগদান এবং অনুমোদন অথবা উপেক্ষা প্রকাশ পুরঃসর ঋষিবাক্য এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্য্যাদালঙ্ঘনরূপ জ্ঞানকৃত মহাপাপ করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাঁহারা পতিত এবং প্রায়শ্চিত্তার্হ কিনা? তাহার মীমাংসা করিবার নিমিত্ত সভায় বহুসংখ্যক ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত ও গণ্য মান্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং বহু শাস্ত্রের বিচার হইয়াছিল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন এবং মহোমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র শিরোমণি আপনাদিগের বার্দ্ধক্য বশতঃ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিলেও সভার মীমাংসার সহিত ঐকমত্যের অনুমতি স্থাপন করিয়া স্ব স্ব প্রতিনিধি সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং মহামহোপাধ্যায় শিরোমণি মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা কর্তৃক প্রেরিত ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া শিরোমণি মহাশয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন. ১। ৪ জন কায়স্থ-প্রসাদ-ভোজী পণ্ডিত বৃত্তি নাশের আশঙ্কায় এবং ২। ৪ জন স্বার্থপর শাস্ত্রজ্ঞান বর্জ্জিত পণ্ডিতম্মন্য নগণ্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত সভায় উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই অর্থাৎ যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও

শাস্ত্রব্যবসায়ী, সকলেই ঐকমত্য সহকারে উপবীতধারী কায়স্থ ও উহার প্রযোজক ব্রাহ্মণদিগের পাতিত্য প্রতিপাদন করিয়া উক্ত ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ন্যায়াদি বহু শাস্ত্রের অধ্যাপক নবদ্বীপাগত কাশী প্রবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্করত্ন (ইনি অত্রত্য ব্রাহ্মণ সভার ও সভাপতি) মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত দিবসের সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়, সভায় ২য় প্রস্তাবানুসারে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে উপবীতধারী কায়স্থ এবং উপবীত প্রদাতা ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তার্হত্ব প্রতিপাদিত হয়, উহার প্রতিলিপি প্রেরিত হইল।

"বসু, ঘোষ, মিত্র প্রভৃতি উপাধিধারী শূদ্র জাতীয় কায়স্থগণ উপনয়ন সংস্কারার্হ না হইয়াও শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের ম্লেচ্ছত্ব অথবা চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উহার প্রবর্ত্তক প্রযোজক অথবা ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন সুতরাং প্রকারান্তরে সমর্থক, ঋষিবাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন জনিত তাঁহাদিগেরও পাতিত্য ঘটিয়াছে, সুতরাং ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তাঁহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ, এসম্বন্ধে কলিকাতার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা যে ব্যবস্থা পত্র অত্রত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের স্বাক্ষর করাইবার নিমিত্ত বারাণসী ব্রাহ্মণ সভায় প্রেরণ করিয়াছেন, উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহাতে স্বাক্ষর করুন কারণ শাস্ত্রীয় বিচারানুসারে এই সভাক্ষেত্রে কায়স্থের উপনয়ন প্রযোজক ব্রাহ্মণ এবং উপবীতধারী শূদ্রজাতীয় কায়স্থ উভয় জাতিরই প্রায়শ্চিত্তা-র্হত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

প্রস্তাবক— সম্পাদক

অনুমোদক— শ্রীযাদবচন্দ্র তর্কাচার্য্য।

অতঃপর যে সকল খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, ব্যবস্থা পত্র খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন, নিবেদন ইতি

ভবদীয়

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পত্র।

শ্রীরামঃ।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

আপনার পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি আমার একটী মাত্র পৌত্রের অকাল মৃত্যুতে শোকাভিভূত থাকায় পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল ক্ষমা করিবেন।

আপনারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ঐ প্রবৃত্তি সাধু প্রবৃত্তি, ভগবৎ কৃপায় আপনাদের প্রবৃত্তি ফলবতী হইলে সমাজ রক্ষিত হইবে, পণ্ডিতগণের নিকট যেরূপ প্রশ্ন হয় তদনুসারে তাঁহারা উত্তর দিয়া থাকেন। যদি কোনও ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, "যে সকল কায়স্থ ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তের সন্তান এবং পুরুষ পারম্পর্য্যে ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন, কোনও কারণে উপনয়ন সংস্কার চ্যুত হইয়া অনেক পুরুষ হইতে ব্রাত্য হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন সংস্কারে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন কিনা?" এই প্রশ্নের, যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতে পারিবেন, এইরূপ উত্তর দিতে অবশ্য বাধ্য হইবেন, ইহাতে পত্রোত্তরের কোনও দোষ হইতে পারে না, কায়স্থ কোন্ জাতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট, ইহার বিশেষ প্রমাণ শাস্ত্রেও পাওয়া যায় না,- শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কায়স্থ লিপি ব্যবসায়িদিগের উপাধি মাত্র, জাতি বাচক নহে, সুতরাং কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও সন্নিবিষ্ট হইতে পারেন, শূদ্রের মধ্যেও সন্নিবিষ্ট হইতে পারেন আবার চিত্রগুপ্ত ও দুইরূপ দেখা যায়, ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত ও শূদ্র চিত্রগুপ্ত এইরূপ অবস্থায় কোন্ কায়স্থ ক্ষত্রিয়, কোন কায়স্থ শূদ্র ইহার নির্ণয় করিতে যিনি সাহসী হন, তাঁহার সাহস ধন্য, যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের উপরই ঐ প্রমাণের ভার। এই প্রদেশে দেখা যাইতেছে যে, একজন কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন আবার তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, এইরূপ সংশয়স্থলে কিরূপে ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, পাপ নিঃসংশয় না হইলে প্রায়শ্চিত্তে অধিকার হয় না, যে সকল স্থলে উপনয়ন সংস্কার

বা একাদশাহে পিত্রাদির শ্রাদ্ধকার্য্য পরিণত হইবে, সেই সকল স্থলে যাইবার পূর্ব্বে পণ্ডিতগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন, ইহা না দেখিয়া যে সমস্ত পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণ অর্থলোভে ঐ সকল কার্য্য ক্ষেত্রে গমন করিবেন, এবং যে সকল পণ্ডিত মন্ত্রপূর্ব্বক অসৎ প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিলাত প্রত্যাগতের দান গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উপর সমাজের দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ইহা না হইলে সমাজে সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে উচ্ছন্ন হইবে। ইতি তাং ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩১৩ সাল।

ভবদীয়—

শ্রীকামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ

কোন্নগর কায়স্থ সভার বিশেষ অধিবেশন।

৪ঠা মাঘ ১৩১৩ সাল।

(উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রণামপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ হইল)

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস ঘোষ সভাপতি ও

অন্যান্য সভ্যগণ।

উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র পাঠানন্তর তাহার কি উত্তর দেওয়া হইবে, তাহার বিষয়ে মতামত ধার্য্য বিষয়ে কি কর্ত্তব্য এতদর্থে শ্রীবলরাম মিত্রের উত্তর পঠিত হইল।

(পত্রের মর্ম্ম) যে সকল হিন্দু সন্তান হিন্দু ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন না ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবস্থা মানিয়া চলেন না তাঁহারাই হুজুগ অনুসন্ধান করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, আমরা যেমন ছিলাম এবং যেমন আছি সেইমত থাকিতে পারিলেই জীবন সার্থক বিবেচনা করিব।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় যেরূপ উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য সেইরূপ একখানি পত্র পাঠ করিলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস ঘোষ।
সভাপতি।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার সেন দাস।
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়।

সন ১৩১১ সাল।

বিহিত বিজ্ঞাপন মিদম্—

আপনাদিগের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও আস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্ত্তমান যুগে একবর্ণা হইবার বিধি প্রণীত প্রমাণ থাকিলেও পবিত্র বংশজাত এবং পবিত্র-স্বভাব আপনাদিগের সদৃশ মহাত্মাগণ থাকিতে এখন যে সে সময়ের বিলম্ব আছে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

ভরসা করি মহাশয়দিগের মত মহাত্মাগণ সমবেত হইয়া সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করুন, ইহাই হিন্দুমাত্রেরই বাঞ্ছিত।

মদীয় সুখচরস্থ প্রাচীন প্রাচীন কায়স্থগণ তাহারা উপনয়ন সম্বন্ধে অতীব লজ্জা বোধ করেন। ইতি তাং ১৮ই অগ্রহায়ণ।

শ্রীদীননাথ দেবশর্ম্মণঃ।
সুখচর।

শ্রীদুর্গা ।

বাশবাড়ীয়া হইতে

সন ১৩১৩ সাল ২৫শে অগ্রহায়ণ।

তর্কালঙ্কারোপাধিক শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মণঃ
পরম শুভাশীরাশিরসীমোহস্তি—

পরমেষা প্রবৃত্তিঃ—

আপনার পত্রের যথাসময়ে উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য ক্রটী নিজগুণে ক্ষমা করিবেন আমি ভিন্নদেশে কোনও শিষ্যালয়ে গিয়াছিলাম তাহাই বিলম্বের কারণ। আপনার মহদভিপ্রায় জ্ঞাতে যার পর নাই আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলাম ভগবানের কৃপাবলে আপনাদের এ মহৎ কার্য্য অচিরাৎ সুসিদ্ধ হইবে তাহার সন্দেহ নাই, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার আলোচিত ব্যবস্থাপত্রে আমি স্বাক্ষর করিয়াছি, এবং ঐ সভার অনুষ্ঠেয় বিষয়ের সিদ্ধি মানসে এই সমাজে আমার চেষ্টার ক্রটী নাই। গত স্নান যাত্রা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু তারানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ঐ কুৎসিত ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণকে পত্র রহিত করা হইয়াছে, অর্থাৎ যে কয়েক জন আমি জানিতে পাইয়াছিলাম, সেই কয়েক জনকেই বাধা দেওয়া হইয়াছে ইহা শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন। আমি আপনাদের আশ্রিত আপনার এই মহদভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কখনও থাকিব না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন। ইতি—

শ্রীশ্রীশঃ

শরণং—

চিরঞ্জীবেষু—

মহাশয়। আপনকার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল অনুক্ষণ চিন্তা করিতেছি, পরং ভবদীয় দুইখানি পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ হইলাম। আপনি ধর্ম্মের সেতু ও

সমাজ রক্ষণ করিতেছেন। নারায়ণ অবশ্যই আপনার মঙ্গল করিবেন সন্দেহ নাই, যেহেতু ধার্ম্মিক ও হিতৈষী ব্যক্তিকে ধর্ম্মই সর্ব্বত্র রক্ষা করেন।

আপনি কুলোচিত কার্য্য করিতেই ব্রতী হইয়াছেন ঈশ্বর সমীপে ঐকান্তিক চিত্তে প্রার্থনা করি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি হউক। ১০।১২ খানি গ্রামের কায়স্থগণের মতামত জানিতে বিলম্ব হওয়ায় আপনকার প্রত্যুত্তর দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল এজন্য ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় উপরোক্ত কায়স্থগণ সকলেই দুরূহ কার্য্যে পরাঙ্মুখ জানিবেন যাহা পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে তদনুসারেই তাঁহারা চলিবেন তাহার কদাচ অন্যথা হইবে না। কিমধিকমিতি।

তাং ২ পৌষ ১৩১৩।

বেলমুড়া।

শ্রীকালিদাস শিরোমণি।

বেলমুড়া।

শ্রীশ্রীহরিঃ

সহায় —

১৩১৩। তারিখ ২১ শে অগ্রহায়ণ।

বিহিত সম্মান পূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

মহাশয়। নিরূপিত সময়ে আমি বাটী না থাকায় আপনকার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

কায়স্থদিগের উপনয়নে আমার নিতান্ত অমত। আমাদিগের সমাজস্থ সকলেরই অমত জানিবেন। আমার শরীরের অবস্থা ভাল নহে, মধ্যে মধ্যে জ্বর পীড়া প্রযুক্ত শরীর দুর্ব্বল, মহাশয়ের কায়িক এবং বৈষয়িক মঙ্গল লিখিয়া পরম আহ্লাদিত করিবেন। ইতি—

নিয়তাশীর্ব্বাদক

শ্রীঅম্বিকাচরণ দেবশর্ম্ম বিদ্যারত্নস্য।

সংখ্যা ৬৩২ — শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং—

প্রেরক —

শ্রীহরিনাথ শাস্ত্রী

আবিয়াদহ।

১৩ই অগ্রহায়ণ।

বৃহস্পতিবার

১৩১৩ সাল।

সাশীর্বিজ্ঞাপনমিদং—

মহাশয়। আপনার ১৮শে কার্ত্তিকের মুদ্রিত পত্র গত কল্য মধ্যাহ্নে প্রাপ্ত হইয়া পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইলাম, হিন্দু সমাজের উচ্ছৃঙ্খলকারী বৈড়ালব্রতিক কায়স্থজাতীয়গণের উপনয়ন যাজক ও অব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণগণকে (যথা বিধি প্রায়শ্চিত্ত না করা কাল পর্য্যন্ত) সর্ব্ব প্রকার সামাজিক সংস্রব হইতে বঞ্চিত করা আমাদের ও আপনার ন্যায় লোকের একান্ত অভিপ্রেত জানিবেন। আমিও এ বিষয় আত্মীয়বর্গের সহিত স্ব স্ব সমাজে যাহাতে এক কালে নিবৃত্তি পায়, তাহার ও চেষ্টা করিতে সাধ্য মত ক্রটী করিব না। গোচরার্থে মহাশয়ের পত্রের প্রত্যুত্তর দিলাম। উপসংহার কালে বক্তব্য এই মহাশয়ের তুল্য ব্যক্তির এই প্রকার উদ্যোগ অবশ্যই নিতান্ত সাধু, অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীহরিঃ

মহাশয়। যথাবিধি নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা গত ২৫শে ভাদ্র সোমবার খ্যাতনামা শ্রীমৎ শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের পরলোক-গতা পত্নীর আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় বাগবাজার স্থিত ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পরম্পর শ্রুত হইলাম। শ্রাদ্ধকারিগণ মাত্র দ্বাদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া ১৩শ দিবসে ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন, নিমন্ত্রণ গ্রহণ সময়ে কিম্বা ক্রিয়া অনুষ্ঠান কালে ও এই সংবাদ জ্ঞাত ছিলাম না। কারণ যে ব্রাহ্মণ সন্তানগণ দ্বারা আমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল, তাঁহারা উল্লিখিত বিষয়ের কোনও আলোচনা বা উল্লেখ করেন নাই। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে সাধারণতঃ যে অশৌচ বিধি শাস্ত্রোক্ত বলিয়া প্রচলিত আছে। আমাদের সবল বিশ্বাস ছিল, উক্ত অনুষ্ঠানে শাস্ত্রোক্ত বিধির কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সুতরাং আমরা সরল জ্ঞানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণ প্রতীতি হইতেছে

যে ১৩শ দিবসেই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আমরা গূঢ় ষড় যন্ত্রে প্রতারিত হইয়াছি।

অতএব আমরা এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে, শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমরা ঐ শ্রাদ্ধীয় "বিদায়" গ্রহণ করি নাই ও করিব না। এবং ঐ প্রকারে স্বেচ্ছাচারিতার সহায়তা করিতে প্রস্তুত নহি ও করিব না। আমাদের নামীয় "বিদায়" কেহ প্রতারণা করিয়া আত্মসাৎ করিলে আমরা দায়ী হইব না। ইতি— ২৯শে ভাদ্র।

শ্রীদুর্গাধন ভাগবতভূষণ
শ্রীরামবিষ্ণু বিদ্যারত্ন
শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য
শ্রীবিজয় চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা
শ্রীকেদার নাথ জ্যোতির্ভূষণ
শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য
শ্রীশ্রীচরণ ভট্টাচার্য্য
সাং কুমারটুলী।

শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য
সমক্ষমেতৎ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মণো বিজ্ঞাপনমেতৎ।

আমি কায়স্থ সভার প্রকাশিত ব্যবস্থাপত্র দর্শন করিয়া কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বিবেচনায় ১টা কায়স্থের উপনয়নে তন্ত্রধারকের কার্য্য করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ সভার প্রকাশিত ব্যবস্থা পত্রে জানিতে পারিলাম, কায়স্থ জাতির উপনয়ন হইতে পারে না। যিনি উপনয়ন দিবেন তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ এবং যে কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিবেন তিনিও প্রায়শ্চিত্তার্হ। সুতরাং আমি যে তন্ত্রধারকতা কার্য্য করিয়াছি তাহাও অসঙ্গত এবং

অশাস্ত্রীয় সুতরাং আমি নিজেই অনুতপ্ত হইয়া সাধারণকে জানাইতেছি যে, কায়স্থের প্রকাশিত ব্যবস্থা পত্র দেখিয়া কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপনয়ন না দেন। কারণ উহারা শূদ্রজাতি, কায়স্থ উপাধিবিশেষ। ইতি—

১৩১৬। তাং ৪ আষাঢ়।

শ্রীচন্দ্রকান্ত ঠাকুর তর্কালঙ্কারস্য

লেখক

শ্রীরামনারায়ণ ঠাকুর বিদ্যারত্ন

সাং কোটালী পাড়া।

মহাশয়! আমি বিশেষ বিপন্ন হইয়া আপনাদের শরণ লইলাম, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত ঘটনাগুলি অঙ্কিত করিবেন।

গত ২৬শে ভাদ্রের পূর্ব্বদিন রাত্রে ১০ টার সময় শ্রীকৈলাস শিরোমণি, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর তর্কবাগীশ ও শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়গণকে শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষের মাতৃ শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া আসে।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত না থাকায় পরদিন প্রাতঃকালে আমি প্রতিনিধি হইয়া গমন করি। শেষোক্ত মহাশয়গণ স্বয়ং গমন করেন। সেখানে অন্যান্য পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে উপস্থিত না দেখিয়া, তদন্ত করিয়া জানিলাম ঐ শ্রাদ্ধ ১৩শ দিবসে অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া কোনও পণ্ডিত মহাশয়গণই উপস্থিত হন নাই। আমরা বিদায় গ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। তাহারা শনিবার বিদায় করিবে বলিয়া, বলিয়া দেন আমরা এ পর্য্যন্ত ঐ বিদায় গ্রহণ করি নাই, এবং ভবিষ্যতে ও করিব না। ইতি—

বিনীত

শ্রীরাধারমণ শর্ম্মণঃ ভট্টাচার্য্যস্য।

(কলসকাটী)

শ্রীশ্রীদুর্গা।

বসু মিত্র প্রভৃতি কায়স্থগণ মধ্যে পূর্ব্বাপর প্রচলিত মাসাশৌচ পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ কি অন্য কোনও ক্রিয়া করেন। তাঁহাদের বাড়ীতে কোনও ক্রিয়ার উপলক্ষে বা সাধারণ ভাবে ও আমরা যাজন প্রতিগ্রহ করিব না। ইতি—

সন ১৩১৩। ২৯শে ভাদ্র।

শ্রী কালীকমল তর্কতীর্থানাং
,, কালিদাস বিদ্যাবিনোদানাং
,, হরনাথ শাস্ত্রিণাং
,, সীতানাথ কৃতিরত্নানাং
,, কালীপ্রসাদ বিদ্যারত্নানাং
,, কালীনাথ স্মৃতিরত্নানাং
,, কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য
,, কালীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
,, গদাধর ভট্টাচার্য্য (কথক)
,, কালীনাথ ভট্টাচার্য্য
,, বনমালী ভট্টাচার্য্য
,, ভূতনাথ বিদ্যারত্ন
,, বাণেশ্বর পাঠক
,, দাশরথি শিরোমণি
,, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য
,, বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন
,, চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য
,, ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন (বহুবাজার)

শ্রী রামব্রহ্ম শিরোমণি (বহুবাজার)

,, রামলাল দেবশর্ম্মণাং (বেনেটোলা)

,, নীলকান্ত দেবশর্ম্মণঃ

তর্কবাগীশোপাধিকস্য

,, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

,, কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য

,, শ্রীচরণ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী

,, শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী

,, রামতনু ভট্টাচার্য্য

,, শশিকুমার ভট্টাচার্য্য

,, রাজমোহন বিদ্যালঙ্কার

,, হৃষীকেশ শাস্ত্রী

,, শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

,, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

,, রামকমল শিরোমণি

,, সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মণাং

,, ধর্ম্মদাস স্মৃতিরত্ন

,, কুঞ্জবিহারী বিদ্যারত্ন

,, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

,, শ্রীত্রৈলোক্য

,, দুর্গাচরণ শর্ম্মা

,, রজনীকান্ত কাব্যতীর্থানাং

,, চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ

শ্রীদ্বারিকানাথ শাস্ত্রিণাং

,, খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিণঃ (ভবানীপুর)
বিদ্যানিধ্যুপাধিক

,, হরিদাস শর্ম্মণঃ (হাতীবাগান)

,, নবনারায়ণ তর্করত্ন (ভবানীপুর)

,, প্রসন্নকুমার দেবশর্ম্মা (বালি)

,, রামদাস দেবশর্ম্মণঃ
(আহিরীটোলা)

,, গোপীকান্ত বিদ্যাভূষণ
(বিক্রমপুর)

,, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

,, আনন্দমোহন স্মৃতিরত্ন

,, নকুলেশ্বব বিদ্যারত্ন

,, রামতনু বিদ্যারত্ন

,, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর

,, রামগোপাল বিদ্যারত্ন (পটলডাঙ্গা)

,, উমাচরণ বিদ্যারত্ন (আহিরীটোলা)

,, উপেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ
(পানপাড়া)

,, অনাথনাথ স্মৃতিভূষণ
(শ্যামপুকুর)

,, উমাচরণ বিদ্যারত্ন
(পাথুরিয়াঘাটা)

শ্রীকালীকিঙ্কর শিরোমণি

(কাশারিপাড়া)

শ্রীরামদয়াল তর্করত্ন

(হাতীবাগান)

„ সীতানাথ কৃতিরত্নানাং

সিদ্ধান্ত বাচস্পতি-

„ শ্যামলাল শর্ম্মণঃ (গোস্বামিনঃ)

„ মণীন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন

(নিমতলা)

„ মধুসূদন স্মৃতিকণ্ঠ

শ্রীশ্রীদুর্গা।

২৫শে ভাদ্র সোমবার সকালে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া বাগ্‌বাজার আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন্ ২নং শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষের বাটী গিয়া সভায় উপস্থিত হইয়া সভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং পত্র দিবার সময় শুনিয়াছিলাম অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়কে না দেখায় মনে সংশয় হওয়ায় সন্দেশের শরা পবিত্যাগ করিয়া পত্র নিয়া আসিয়াছি। পরম্পর শুনিলাম এয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়াছে, ইহা পূর্ব্বে জানিলে কিছুতেই যাইতাম না। সভায় যাওয়া মাত্র আমার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া নাম লিখিয়া নিয়াছিল, আমি সেখান হইতে কখনও বিদায় আনিব না। এই যথার্থ ঘটনা লিখিলাম শত্রু পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে যদি কোনও কথা প্রকাশ করে সে মিথ্যা। ইতি— সন ১৩১৩। ২৭শে ভাদ্র।

শ্রীরামবিষ্ণু শর্ম্মা।

৬নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্।